ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-197 ■ 18 April, 2026 ■ আগরতলা ১৮ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ৪ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টিএমপি ২৪, বিজেপি ৪

পাহাড়ে আধিপত্য মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের ভোট গণনা আজ শেষ হয়েছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বড় জয় অর্জন করল তিপ্রা মথা দল। মোট ২৮টি আসনের মধ্যে ২৪টিতেই দাপটের সঙ্গে জয়ী হয়েছেন দলের প্রার্থীরা। বাকি ৪টি আসনে জয় পেয়েছে বিজেপি, তবে সেই আসনগুলিতেও তিপ্রা মথা প্রার্থীদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরই জয় নিশ্চিত করতে হয়েছে বিজেপিকে।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর স্পষ্ট হয়ে যায়, এডিসি এলাকায় তিপ্রা মথার প্রতি জনসমর্থন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ আসনে বড় ব্যবধানে জয়লাভ দলটির সংগঠন ও জনভিত্তির দৃঢ়তারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

অন্যদিকে, বিজেপি যে চারটি আসনে জয়লাভ করেছে, সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অত্যন্ত তীব্র। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা বজায় ছিল এবং সামান্য ব্যবধানেই ফল নির্ধারিত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক জয়ের পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ দেখা যায়। রাস্তায় নেমে আনন্দ মিছিল, আবির খেলা এবং একে অপরকে মিষ্টিমুখ করানোর মাধ্যমে জয়ের উচ্ছ্বাস উদযাপন করেন তারা। দলীয় পতাকা হাতে সমর্থকদের উল্লাসে মুখর হয়ে ওঠে বিভিন্ন এলাকা।

তিপ্রা মথা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই জয়ের জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, আগামী দিনে এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে কাজ করার অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করেছেন দলের নেতারা।

২৮টি আসন মিলিয়ে মোট ভোট পড়েছে ৮০৪৬৬৭ টি। তার মধ্যে তিপরা মথার পক্ষে ভোট পড়েছে ৪৫৭৯৪৩। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক ভোট পড়েছে তিপ্রা মথার পক্ষে। বিজেপির পক্ষে ভোট পড়েছে ২১৮০৭২ টি, সিপিআইএম এর পক্ষে ভোট পড়েছে ৭১৩৩৫, আইপিএফটি - র পক্ষে ভোট পড়েছে ১৭৬৬৪ টি। কংগ্রেস পেয়েছে ১৫৭৩৮ টি ভোট। ২৮ টি আসনের মধ্যে ১-দামছড়া-জম্পুই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভায় পাস হল না মহিলা সংরক্ষণ বিল, সংবিধান সংশোধনে মিলেনি প্রয়োজনীয় সমর্থন

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। লোকসভায় শুক্রবার নাটকীয়ভাবে পরাজিত হল সংবিধানের (১৩১তম সংশোধনী) বিল, যার মাধ্যমে সংসদের আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং ২০২৯ সাল থেকে আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ মহিলা সংরক্ষণ চালুর প্রস্তাব ছিল।

দুই দিনের তীব্র বিতর্কের পর বিলটি পক্ষে ২৯৮টি এবং বিপক্ষে ২৩০টি ভোট পেলেও, সাংবিধানিক সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

বিলটির পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। এতে লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব ছিল, যা দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা সীমা পুনর্নির্ধারণ (ডেলিমিটেশন) প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যার পরিবর্তনের ভিত্তিতে নির্বাচনী সীমানা পুনর্গঠন করা হতো।

একই সঙ্গে, লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার কথাও বলা হয়েছিল, যা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশ্রুত হলেও বাস্তবায়ন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সরকারের দাবি ছিল, ভোটার ও প্রতিনিধিদের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দূর করতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনর্বণ্টন জরুরি। ১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে শেষবার সীমা নির্ধারণ হওয়ার পর থেকে এই ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিলের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। শাহ অভিযোগ করেন, অতীতে কংগ্রেস ডেলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে বাধা দিয়েছিল এবং এবারও তারা নাগরিকদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত করছে। তাঁর মতে, ডেলিমিটেশনের সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ যুক্ত করাই ন্যায়সংগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়।

অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলি দাবি করে, সরকার মহিলা ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতিকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের মতে, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি এমন উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি সুবিধা পাবে, আর দক্ষিণের স্থিতিশীল জনসংখ্যার রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিলটি বাতিল হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট আরও দুটি প্রস্তাব ডেলিমিটেশন বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে মহিলা সংরক্ষণ সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সংশোধনী আর তোলা হবে না।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এই বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন।

এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে, প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার মতো জটিল বিষয় নিয়ে ঐকমত্য গড়ে তোলা কতটা কঠিন। ২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণের সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি হলেও, তার বাস্তবায়ন ডেলিমিটেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এখন তা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

মোদি সরকারের জন্য এটি একটি বিরল আইন প্রণয়ন ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে, আর বিরোধীদের কাছে এটি রাজনৈতিক সাফল্য। তবে আইনসভায় প্রবেশের প্রত্যাশায় থাকা অসংখ্য মহিলার জন্য এই সিদ্ধান্ত আরও একবার অপেক্ষার সময় বাড়িয়ে দিল।

ফলাফল প্রতিক্রিয়া

জনগণের রায়কে বিনয়ের সঙ্গে মেনে নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। জনগণের রায়কে বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া হবে। এই ফলাফলকে আত্মসমালোচনার সুযোগ হিসেবে দেখে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আজ এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি, তিনি দলের কর্মীদের সাহস, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির সকল কার্যকর্তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আপনারা যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রম নিয়ে ঘরে ঘরে 'পদ্ম' প্রতীক পৌঁছে দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। একইসঙ্গে নির্বাচনে জয়ী সকল প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিপরা মথার সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছাও জানান তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জনগণের রায়কে বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া হচ্ছে। এই ফলাফলকে আত্মসমালোচনার সুযোগ হিসেবে দেখে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হয়ে ফেরার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি বলেন, উন্নয়ন, ঐক্য এবং মানুষের স্বার্থে আমাদের অঙ্গীকার অটুট থাকবে। আমরা আরও শক্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে আগামী দিনে এগিয়ে যাব।

সবশেষে, দলের কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত করার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

জনগণের রায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। জনগণের রায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে কারোর কিছু বলার নেই। সেই রায়কে সম্মান করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, জনগণের রায় সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে কারোর কিছু বলার নেই। জনগণ যা রায় দেবে, সেটাকে মাথা পেতে নেওয়া সবার দায়িত্ব।

তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন, তা শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়া উচিত এবং কোনো ধরনের অস্থিরতা বা অশান্তির পথে না যাওয়াই শ্রেয়।

আমবাসায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কিশোরীর চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। মানবিক উদ্যোগের নজির স্থাপন করে আমবাসা মহকুমা শাসক (এসডিএম) রিঙ্কু রিয়াং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হওয়া এক কিশোরীর চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করেছেন। এই অর্থ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল (এসডিআরএফ) থেকে প্রদান করা হবে।

প্রসঙ্গত, আমবাসা বাজার এলাকার বাসিন্দা ১৩ বছর বয়সী মন্টি মোদক গত ১৫ এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ একটি হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ তারের সংস্পর্শে এসে গুরুতরভাবে আহত হয়। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিষয়টি সামনে আসতেই জেলা প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ধলাই জেলার এসডিএম কার্যালয় থেকে জারি করা সরকারি অনুমোদনপত্র অনুযায়ী, চিকিৎসার প্রাথমিক খরচ মেটাতে এই সহায়তার অর্থ মন্টির পিতা শ্যামজিত মোদকের নামে মঞ্জুর করা হয়েছে। বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (ডিসিএম) এবং আমবাসা পৌর পরিষদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জানা গেছে, অর্থটি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা খাতের আওতায় এসডিআরএফ বরাদ্দ থেকে প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যেই দ্রুত অর্থ ছাড়ের জন্য হিসাব ও কোষাগার দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দ্রুত পদক্ষেপ প্রমাণ করে, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়ন নয়, আবেগকে পুঁজি ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। এডিসি নির্বাচনের ফলাফলকে ঘিরে তিপ্রা মথা ও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জয়ী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেও, ফলাফলের পেছনের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, এবারের নির্বাচনে পাহাড়ি অঞ্চলে সিপিআইএম খাতা খুলতে পারেনি, এটা ঠিক। তবে তাঁর দাবি, গত পাঁচ বছরে তিপ্রা মথার উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজ বা সাফল্য ছিল না। শুধুমাত্র আবেগকে পুঁজি করেই তারা এই ফলাফল অর্জন করেছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই আবেগ তৈরির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

তাঁর কথায়, গত পাঁচ বছরে তিপ্রা মথার ব্যর্থতা এবং এডিসির নানা অনিয়মকে আড়াল করে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, যা এই ফলাফলের পথ প্রশস্ত করেছে। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন যে, এই ফলাফলকে জোর করে আদায় করা হয়েছেএমন অভিযোগ করা ঠিক হবে না।

তিপ্রা মথার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর মতে, এই দলের নির্দিষ্ট কোনও সুসংহত কর্মসূচি নেই এবং একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির উপর নির্ভর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স ২২শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। আগামী ২২ এপ্রিল এবছরের ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরিচালিত জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বাকি সব জেলাতে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছে।

ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্সের চেয়ারম্যান শুভদীপ পাল জানিয়েছেন, ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরিচালিত এ বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা আগামী ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এ বছর মোট ৪৭৩১ পরীক্ষার্থী রাজ্যের ১৫ টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করেছে। এদের মধ্যে ২০৮৬ জন ছাত্র এবং ২৬৪৫ জন ছাত্রী।

আরও জানানো হয়েছে, আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৬০৪ জন পি.সি.এম. গ্রুপের জন্য, ২৬৬৬ জন পি.সি.বি. গ্রুপের জন্য এবং ১৪৬১ জন উভয় গ্রুপের জন্য আবেদন করেছে। এ বছর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আটটি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং বাকি সব জেলাতে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা হয়েছে।

বিজেপির রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। আদিবাসী ভোট মূলত তিপ্রা মথার প্রতি আবেগের বহিঃপ্রকাশ, এডিসি নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে এমনটাই দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহার।

তিনি অভিযোগ করেন, দিল্লিতে বসে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তারই প্রতিফলন এই নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে। পাশাপাশি তিনি জানান, আদিবাসী জনগণের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্য ছিল, তা আংশিকভাবে সফল হয়েছে।

আশীষ কুমার সাহা আরও বলেন, আগামী দিনেও আদিবাসীদের স্বার্থে কংগ্রেসের লড়াই অব্যাহত থাকবে। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানান, ভোটপর্ব শেষ হওয়ায় এখন মানুষের স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সহায়তা করা সকলের কর্তব্য।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেককে নিজেদের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত। পাশাপাশি, নির্বাচনে কংগ্রেসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো বহি:রাজ্যের এক শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। প্রশাসন ও বাজার কমিটির নির্দেশ অমান্য করে বন্ধের দিনেও খোলা রাখা হয় বিশালগড় বাজারের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ, বাজার কমিটির নির্দেশকে উপেক্ষা করে 'ত্রিপুরাসুন্দরী এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি দোকানে টাইলস ও মার্বেল বিক্রির কাজ চলছিল। এই ঘটনাকেই ঘিরে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশালগড়ের একটি গোডাউন থেকে মার্বেল নামিয়ে কলকলিয়া এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার সময় কাজ চলাকালীন হঠাৎই মার্বেলের নিচে চাপা পড়েন বিহার থেকে আসা এক শ্রমিক। ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে কাজ চালানোর অভিযোগে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে। শ্রমিক সুরক্ষা নিয়েও দেখা দিয়েছে একাধিক প্রশ্ন বর্তমানে মৃত শ্রমিকের দেহ বিশালগড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হিংসা থেকে বিরত থাকার বার্তা

তিপ্রাসাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার লড়াইকে শক্তিশালী করবে ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ।। ২৬ শের এডিসি নির্বাচন মোটেই সহজ ছিল না। প্রশাসনের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এমনকি, তিপরা মথাকে ভাঙার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু তিপ্রাসাদের ভালোবাসায় ফের পাহাড় দখল করেছে মথা। তাই নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস থেকে বিরত থাকার বার্তা দিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

আজ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সামাজিক মাধ্যমে এসে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন প্রদ্যোত। তিনি বলেন, এবারের নির্বাচন মোটেই সহজ ছিল না। নানা দিক থেকে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রশাসনের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছে। পাশাপাশি, তিপরা মথা দলকে ভাঙার চেষ্টাও হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন। তবে সমস্ত প্রতিকূলতার মাঝেও তিপ্রাসাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জোরেই দল ফের পাহাড় দখল করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানান তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৮ এপ্রিল, ২০২৬ইং
৪ বৈশাখ, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আঞ্চলিক শক্তির পুনরুত্থান

ত্রিপুরার রাজনীতিতে তিপ্রামথা-র এই বিশাল জয় এবং বিজেপি-র আসন সংখ্যা হ্রাস পাওয়া এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ২০২৬ সালের ১৭ এপ্রিল ঘোষিত ফল অনুযায়ী, তিপ্রামথা ২৮টি আসনের মধ্যে ২৪টিতে জয়লাভ করিয়াছে, যাহা তাহাদের একক আধিপত্যকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।এই ফলাফল ত্রিপুরার রাজনীতিতে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলিতে পারে, তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। ২০২১ সালের তুলনায় তিপ্রামথা তাহাদের শক্তি আরও বাড়াইয়াছে।আগে ১৮টি আসন ছিল, এবার ২৪টি। প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মার নেতৃত্বে এই দল প্রমাণ করিল যে, রাজ্যের জনজাতি ভোটারদের ওপর তাহাদের নিয়ন্ত্রণ কেবল অটুটই নাই, বরং আরও মজবুত হইয়াছে। এটি তাহাদের ”গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড” বা জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের দাবিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও জোরালোভাবে তুলিয়া ধরিবার সুযোগ দেবে।রাজ্য সরকারে বিজেপি এবং তিপ্রামথা সহযোগী হইলেও এডিসি নির্বাচনে তাহারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল। বিজেপির আসন সংখ্যা ১০ থেকে কমিয়া ৪-এ নামিয়া আসা দলটির জন্য একটি বড় ধাক্কা। এর ফলে চাপের মুখে বিজেপি। রাজ্য সরকারে সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও তিপ্রামথা এখন দর কষাকষিতে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকিবে।বিজেপির আদি সহযোগী আইপিএফটি কোনো আসন না পাওয়ায় রাজ্যের জনজাতি রাজনীতিতে তাহারা কার্যত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে।সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসের মতো দলগুলো এই নির্বাচনেও খাতা খুলিতে ব্যর্থ হইয়াছে। এটি নির্দেশ করে যে, পাহাড়ের রাজনীতিতে বামপন্থীদের যে পুরনো ভিত্তি ছিল, তাহা পুনরুদ্ধার করা বর্তমানে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিরোধী রাজনীতির ময়দান এখন মূলত তিপ্রামথা বনাম বিজেপির লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ।এই ফলাফল ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের একটি আগাম ইঙ্গিত হইতে পারে। ত্রিপুরার ৬০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০টি সংরক্ষিত আসনই এডিসি এলাকার অন্তর্গত। এডিসিতে তিপ্রামথার এই নিরঙ্কুশ জয় ইঙ্গিত দেয় যে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও জনজাতি এলাকাগুলোতে বিজেপিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িতে হইবে।নির্বাচনের আগে তিপ্রামথার বেশ কিছু নেতা বিজেপিতে যোগ দিলেও সাধারণ ভোটাররা যে প্রদ্যোত কিশোরের ওপরই আস্থা রাখিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট। এই জয় দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটাইয়া কর্মীদের মনোবল কয়েকগুণ বাড়াইয়া দিবে।এই জয় ত্রিপুরায় আঞ্চলিক শক্তির পুনরুত্থান এবং বিজেপির হিন্দুত্ববাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপরীতে রাজনীতির জয় হিসেবে দেখা হইতেছে। ভবিষ্যতে বিজেপিকে পাহাড়ে নিজেদের জমি ফিরিয়া পাইতে হইলে জনজাতিদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে আরও নমনীয় হওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ এর নির্বাচনে তিপ্রা মথার বিপুল জয়কে বিজেপি মূলত একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং একই সঙ্গে কৌশলগত শিক্ষা হিসাবে দেখিতেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। বিজেপি এই জয়কে জনগণের রায় হিসেবে 'নম্রতার সাথে' গ্রহণ করিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা বিজয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানাইলেও স্বীকার করিয়াছেন যে, বিজেপি এই ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়া আরও শক্তিশালী হইয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপি এই পরাজয়কে তাহাদের দলের মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং আদিবাসী এলাকায় রণকৌশলের ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছে।নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকেই বিজেপি তিপ্রা মথার বিরুদ্ধে ”আবেগীয় রাজনীতি” এবং ”বিচ্ছিন্নতাবাদ” উসকে দেওয়ার অভিযোগ তুলিয়াছিল। বিজেপির শীর্ষ নেতাদের মতে, তিপ্রা মথার ”গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড”-এর দাবি রাজ্যের অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ। জয়ের পর বিজেপি তিপ্রা মথার এই জয়কে 'আঞ্চলিকতাবাদ ও সংকীর্ণতার জয়' হিসেবেও বর্ণনা করিয়াছে।তিপ্রা মথা এবং বিজেপি বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারের শরিক হওয়া সত্ত্বেও এডিসি নির্বাচনে তাহারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। বিজেপির একটি অংশ মনে করিতেছে, নিজেদের মিত্রের বিরুদ্ধেই আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে নামিবার কৌশলটি বুমেরাং হইয়াছে, যাহা আদিবাসী ভোটারদের মধ্যে নেতিবাচক বার্তা দিয়াছে।বিজেপি দাবি করিয়াছে যে তাহারা এডিসি-র কাজে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের রাজনীতির মাধ্যমেই তিপ্রা মথার প্রভাব কমানোর চেষ্টা করিবে। মুখ্যমন্ত্রী সাহা বারবার স্বচ্ছ শাসন এবং শান্তির কথা বলিয়া তিপ্রা মথার আন্দোলনমুখী রাজনীতিকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।এই জয় বিজেপিকে তাহাদের উপজাতি নীতি নতুন করিয়া ভাবিতে বাধ্য করিয়াছে। বিশেষ করিয়া ২০২৮-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে উপজাতি অধ্যুষিত ২০টি আসনে নিজেদের দখল বজায় রাখিতে বিজেপি এখন ঘরোয়া কোন্দল মেটানো এবং আদিবাসী সমাজপতিদের নিজেদের দিকে টানিবার কৌশল নিতেছে।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ ইস্যুতে পাকিস্তানের মন্তব্য খারিজ ভারতের, 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বরদাস্ত নয়'

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) নিয়ে পাকিস্তানের মন্তব্যকে কড়াভাবে খারিজ করল ভারত। বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পূর্ণভাবেই ভারতের নিজস্ব বিষয়। এ নিয়ে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ বা মন্তব্য আমরা প্রত্যাখ্যান করি।"

উল্লেখ্য, 'ডিলিমিটেশন বিল ২০২৬'-এ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এ কেন্দ্রীয় আসন পুনর্নির্ধারণের আইনি কাঠামো নিয়ে প্রস্তাব রয়েছেএমন খবর প্রকাশ্যে আসার পরই ইসলামাবাদ প্রতিক্রিয়া জানায়। এই প্রেক্ষিতে বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, লোকসভায় বর্তমানে মহিলাদের সংরক্ষণ আইন সংশোধন এবং ডিলিমিটেশন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে আনা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আলোচনা চলছে।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, এই বিলগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হবে এবং শুক্রবার ভোটাভুটি হতে পারে। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও বলেন, প্রয়োজন হলে আলোচনার সময়সীমা বাড়ানো হবে। 'সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬'যার মাধ্যমে মহিলাদের সংরক্ষণ কার্যকর করা এবং ডিলিমিটেশনের পথ প্রশস্ত করা হবেতা বৃহস্পতিবার লোকসভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল বিলটি পেশ করেন। এর আগে ভোটাভুটিতে ২৫১ জন সাংসদ বিলের পক্ষে এবং ১৮৫ জন বিপক্ষে ভোট দেন বলে জানান স্পিকার।

বিশ্বের অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যে তেল, গ্যাস বেশি কেন ?

স্কট এল মন্টগোমারি

মধ্যপ্রাচ্যে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর বিশাল তেল ও গ্যাসের সম্পদ একইসঙ্গে তাদের জন্য যেমন আশীর্বাদ, তেমনি অনেক পরীক্ষার মুখোমুখিও করেছে।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলা ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এই অঞ্চলটিকে বৈশ্বিক জ্বালানি কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এ কারণেই বর্তমান যুদ্ধের (ইরান, ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ) মতো মধ্যপ্রাচ্যে বড় কোনো সংঘাত শুরু হলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট তৈরি হয়।

একজন পেট্রোলিয়াম ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে এই অঞ্চলের বিষয়ে পড়াশোনা করে এখনও এখানকার হাইড্রোকার্বন মজুতের ব্যাপকতা দেখে অবাক আমি অবাক হয়ে যাই।

উদাহরণস্বরূপ: পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ৩০টিরও বেশি তেল সমৃদ্ধ এলাকা রয়েছে, যেগুলোকে "সুপারজায়ান্ট" বলা হয়। এই এলাকার প্রত্যেকটিতে অন্তত পাঁচ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ব্যারেল ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল রয়েছে।

এছাড়া এই অঞ্চলের তেলকূপগুলোতে প্রতিদিন যে পরিমাণ তেল উৎপাদিত হয়, সেটি উত্তর সাগর বা রাশিয়ার সেরা তেলকূপগুলোর উৎপাদনের তুলনায় দুই থেকে পাঁচ গুণ বেশি। আধুনিক ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান শিলা বা পাথরের মধ্যে এমন কিছু উপাদান চিহ্নিত করেছে যেটি এই অঞ্চলকে তেলসমৃদ্ধ করেছে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস--- শেষ বরফযুগের শেষে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৪ হাজার থেকে ছয় হাজার বছর আগে বন্যার ফলে যখন পারস্য উপসাগর গঠিত হয় তখনই হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারে মানুষ।

এই অঞ্চলের অনেক এলাকায়ই নদী ও উপত্যকায় প্রাকৃতিকভাবেই ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসের নিঃসরণ স্বাভাবিক ঘটনা।

হাজার হাজার বছর আগেই যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগেই মানুষ নৌকাকে পানিনিরোধক করতে এবং গাঁথুনির কাজে বিটুমিন ব্যবহার করতো। যেটি এক ধরনের ভারী পেট্রোলিয়াম।

১৯০৮ সালে পশ্চিম ইরানের একটি সুপরিচিত প্রাকৃতিক তেলের উৎস থেকে আধুনিক যুগের প্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে, যখন তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই এত বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের মজুত নেই। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও বিশাল তেল ও গ্যাস আবিষ্কার হয়েছে। যেমন: রাশিয়ার পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমিয়ান বেসিনে তেল ও গ্যাসের মজুতের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এগুলোর কোনোটিই পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বিশাল মজুত অথবা ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসের উচ্চ উৎপাদন হারের সাথে পাল্লা দিতে পারে না। যেটি এই অঞ্চলকে ইউনিক বা অনন্য করে তুলেছে।

ভূতাত্ত্বিক অবস্থান--- পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেখানে দুইটি বিশাল টেকটোনিক প্লেট মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এই দুইটি প্লেট হলো দক্ষিণ-পূর্বে অ্যারাবিয়ান প্লেট এবং পূর্ব ও উত্তরে ইউরেশীয় প্লেট। এই সংঘর্ষ প্রায় ৩৫ মিলিয়ন বা সাড়ে তিন কোটি বছর ধরে চলছে।

এর ফলে তৈরি হয়েছে এক গতিশীল ভূ-প্রকৃতি। যেখানে ভূ-গর্ভের তীব্র তাপ এবং চাপে শিলাস্তরগুলো দুমড়ে-মুচড়ে গেছে এবং রূপান্তরিত হয়েছে। উপসাগরের দুই তীরের ভূতাত্ত্বিক গঠন একেবারেই ভিন্ন।

ইরানের দিকে ১৮০০ কিলোমিটার (১১০০ মাইল) জুড়ে জাগরোস পর্বতমালা যেটি ওমান উপসাগর থেকে তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

আল্পাইন-হিমালয় পর্বত ব্যবস্থার অংশ হিসেবে, গত ৬০ মিলিয়ন বা ছয় কোটি বছরে ইউরেশিয়ার সাথে আফ্রিকা, আরব ও ভারতের সংঘর্ষের ফলে এই ভাঁজ পড়া ও ফাটলযুক্ত জাগরোস পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে। উপসাগরের আরব উপকূলের শিলাগুলোতে এ ধরনের পরিবর্তন বা ভাঙন দেখা যায়নি।

এর পরিবর্তে প্লেটগুলোর সংঘর্ষে তৈরি হওয়া প্রবল চাপে ভূ-গর্ভের গভীরে থাকা শক্ত ও কঠিন শিলাস্তর (বেইজমেন্ট রক নামে পরিচিত), বেঁকে গিয়েছে।

এর ফলে তৈরি হয়েছে বিশাল গম্বুজের আকৃতির কাঠামো, যা কয়েক ডজন বা শত শত বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। পারস্য উপসাগরের নিচে রয়েছে একটি অববাহিকা, যেটি জাগরোস পর্বতমালার উত্থানের ফলে ক্ষয়ে যাওয়া পলি দিয়ে ভরাট হয়েছে। এই অববাহিকার গভীর অংশে এমন উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপ ছিল যা তেল ও গ্যাস তৈরির জন্য প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ বড় পরিসরে হাইড্রোকার্বন উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করে রাখার জন্য খুবই উপযোগী। ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেল উৎপাদনকারী শিলা— সামুদ্রিক জীব যেমন: জুওপ্ল্যাঙ্কটন এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের জৈব পদার্থ থেকে ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস তৈরি হয়। এই উপাদানগুলো প্রথমে কাদামাটি সমৃদ্ধ চুনাপাথর এবং অন্যান্য শিলার স্তরে ঘনীভূত হয় এবং পরে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের সংস্পর্শে আসে।

যখন কোনো শিলায় অন্তত দুই শতাংশ জৈব পদার্থ থাকে, তখন সেটিকে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের জন্য উচ্চমানের সোর্স রক বা শিলার উৎস হিসেবে ধরা হয়।

বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এই ধরণের শিলাস্তরে সমৃদ্ধ। এর কিছু স্তর অত্যন্ত পুরু এবং জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ।

আরব উপসাগরীয় উপকূলের হানিফা ও তুওয়াইক শিলাস্তর এর উদাহরণ। যা প্রায় ২০০ থেকে ১৪৫ মিলিয়ন বা ২০ কোটি থেকে ১৪ দশমিক পাঁচ কোটি বছর আগে জুরাসিক যুগে গঠিত হয়েছিল। একইভাবে ইরানের খুজেস্তান শিলাস্তরটি প্রায় ১৪৫ থেকে ৬৬ মিলিয়ন বা ১৪ দশমিক পাঁচ কোটি থেকে ছয় দশমিক ছয় কোটি বছর আগে ক্রিটেসিয়াস যুগে তৈরি হয়। এই শিলাস্তরগুলোতে জৈব পদার্থের পরিমাণ এক শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত এমনকি কোথাও কোথাও এর চেয়েও বেশি। তেল ও গ্যাস মজুতের গঠন এই অঞ্চলের ভাঁজ পড়া ও ফাটলযুক্ত শিলাস্তর এবং গম্বুজ আকৃতির কাঠামো হাইড্রোকার্বন আটকে রাখা ও সংরক্ষণের জন্য খুবই উপযোগী। জাগরোস পর্বতমালার এই বাঁকগুলো চমৎকার গঠনের জন্য ভূতাত্ত্বিকদের কাছে বেশ পরিচিত, যা স্যাটেলাইট ছবিতেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

এখানে কয়েকশ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এবং কয়েক ট্রিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস মজুত রয়েছে।

পারস্য উপসাগরের তেল ও গ্যাসক্ষেত্রের মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে লম্বাটে বা সসেজের মতো দেখতে অনেকগুলো কাঠামো রয়েছে, যা এখানকার বিশাল ও বাঁকানো ভূ-প্রকৃতির প্রতিফলন।

দক্ষিণ ইরান থেকে উত্তর-পূর্ব ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত এই কাঠামোগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আকারের শত শত খনি বা রিজার্ভার রয়েছে। আরব প্লেটের বিশাল গম্বুজ আকৃতির কাঠামোতে তেল ও গ্যাসের বিশাল মজুত তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরবের ঘাওয়ার তেলক্ষেত্র, এটি বিশ্বের বৃহত্তম তেলক্ষেত্র।

এখান থেকে ৭০ বিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে, সাউথ পার্স-নর্থ ডোম গ্যাসক্ষেত্র থেকে অন্তত ৪৬ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা শক্তির দিক থেকে ২০০ বিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি তেলের সমান। এই অঞ্চলের প্রধান রিজার্ভ শিলা হলো চুনাপাথর।

এই পাথরের কিছু অংশ প্রাকৃতিকভাবেই দ্রবীভূত হয়ে গেছে, যেটি তেল ও গ্যাসের প্রবাহকে সহজ করে। জাগরোস খনিগুলোতে ভূ-তাত্ত্বিক প্লেটগুলোর সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ফাটল দিয়ে তেল ও গ্যাস চলাচল করে। সৌদি আরবের ঘাওয়ার তেলক্ষেত্রের আরব-ডি স্তর এবং জাগরোস সমভূমির সামারিটান চুনাপাথরই এ ধরনের উচ্চমানের রিজার্ভ শিলার উদাহরণ। যা শত শত বা এমনকি হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। পৃথিবী বা মহাসাগরের আর কোথাও এই স্কেলে ভূতাত্ত্বিক কাঠামো দেখা যায় না যা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের পেট্রোলিয়াম ভূতত্ত্বকে অনন্য ও অতুলনীয় করে তুলেছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা--- এই সব কারণের সম্মিলিত প্রভাবে পৃথিবীর মাত্র তিন শতাংশ ভূ-ভাগের নিচে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক তেল এবং ৪০ শতাংশ গ্যাস মজুদ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার মতে, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে উৎপাদন চলার পরেও এই অঞ্চলে আরও বিশাল তেলের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

সংস্থাটির ২০১২ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা এবং জাগরোস পর্বতমালায় এর আগে আবিষ্কার হওয়া তেল, গ্যাসের বাইরেও আরো প্রায় ৮৬ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এবং নয় দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস থাকতে পারে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ২০০০ এবং ২০১০ এর দশকে উদ্ভাবিত হরাইজন্টাল ড্রিলিং এবং ফ্র্যাকচারিং এর মতো প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন আরো বাড়ানো সম্ভব। সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের তেলক্ষেত্রগুলোতে এই পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে।

তবে এই পদ্ধতিগুলো কতটা সফল হবে সেটি বলার সময় এখনও আসেনি। যদিও গবেষণা বলছে, এর মাধ্যমে উৎপাদন আরো বাড়তে পারে।

ভাষাবিজ্ঞানের চোখে ভাষার অদৃশ্য পরিবর্তন

মনীষা রানী বিশ্বাস

চমস্কি এখানে ঠিক কী বলতে চেয়েছেন? বর্ণহীন ও সবুজ একসঙ্গে কীভাবে সম্ভব? কীভাবে কোনো ধারণা প্রচণ্ডভাবে ঘুমাতে পারে? বাক্যটি শুনতে পুরো অযৌক্তিক ও অপ্রাকৃতিক মনে হয়। ব্যাকরণগতভাবে সঠিক হলেও অর্থগতভাবে এটি বিপরীতমুখী এবং অসঙ্গত। এভাবেই নোয়াম চমস্কি ভাষার কাঠামো এবং অর্থের মধ্যে থাকা সূক্ষ্ম পার্থক্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। ভাষা কখনো শুধুই শব্দের সমষ্টি নয়। এটি মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের এক জটিল নকশা। যেমন চমস্কির ওই বাক্যটিতে শব্দগুলো ঠিক আছে, কিন্তু তাদের অর্থের সংযোগ আমাদের মস্তিষ্কে তর্ক ও প্রশ্ন তৈরি করে। এই অব্যক্ত শক্তির কারণেই ভাষা বিবর্তিত হয়, সময় এবং প্রসঙ্গের সঙ্গে শব্দ ও অর্থ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গবেষণায় দেখা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার রূপও পরিবর্তিত হয়েছে।

সাধারণত কোনো শব্দের ধাতু খুঁজতে গেলে দেখা যায়, কয়েক শ বছর পরও হয়তো বাক্যের অর্থ একই আছে, কিন্তু শব্দের রূপ, উচ্চারণ ও ব্যবহার বদলে গেছে। ভাষার এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো এত ধীরে ঘটে যে আমরা প্রায়ই তা বুঝতে পারি না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো মানব ইতিহাসের এক নিঃশব্দ বিবর্তনের দলিল। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ইতিহাসের একটি জীবন্ত মানচিত্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তন ঘটে, শব্দ বদলায়, উচ্চারণ বদলায়, অর্থ বদলায়, এমনকি বাক্যগঠনের নিয়মও বদলে যায়। ভাষাবিজ্ঞান এই পরিবর্তনেরই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখিয়েছিলেন, বাংলা ভাষার উৎস ও বিবর্তন ভারতীয় আর্যভাষার ধারাবাহিকতার মধ্যেই নিহিত। তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। একইভাবে ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার ধ্বনিগত এবং শব্দগত বিবর্তনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া, স্থির নয়। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ইতিহাসের একটি জীবন্ত মানচিত্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তন ঘটে, শব্দ বদলায়, উচ্চারণ বদলায়, অর্থও বদলায়।

প্রাচীন ব্যাকরণ: পাণিনির অবদান- ভাষাকে নিয়মবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকারণবিদ পাণিনি এক অনন্য নাম। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তাঁর রচিত অষ্টাধ্যায়ী মানব ইতিহাসের অন্যতম সূক্ষ্ম ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ। পাণিনি ভাষাকে অসংখ্য নিয়ম ও সূত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর কাজ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়, ভাষা মোটেও বিশৃঙ্খল নয়; বরং এর ভেতরে লুকিয়ে থাকে গভীর কাঠামোগত নিয়ম। চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে ভাষা: দ্য সস্যুর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আরেক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক হলেন ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর। তিনি ভাষাকে একটি চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি ভাষাগত চিহ্নের দুটি অংশ থাকে১.সিগনিফায়ার বা নির্দেশক (শব্দ বা ধ্বনি) এবং ২. সিগনিফায়েড বা নির্দেশিত (শব্দের ধারণা বা অর্থ)। এই দুইয়ের সম্পর্ক স্বাভাবিক বা জন্মগত নয়; এটি মূলত সামাজিক চুক্তির ফল।

আমরা যদি ভাষাকে একটি শহরের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে শব্দগুলো যেন সেই শহরের বাড়িঘর; আর ব্যাকরণ হলো তার রাস্তা ও নকশা। বাইরে থেকে সবকিছু এলোমেলো মনে হলেও ভেতরে একটি অদৃশ্য কাঠামো কাজ করে। এই অদৃশ্য কাঠামোর ধারণাটিই পরবর্তীকালে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন নোয়াম চমস্কি। ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর ভাষাকে একটি চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি ভাষাগত চিহ্নের দুটি অংশ থাকে১.সিগনিফায়ার বা নির্দেশক এবং ২. সিগনিফায়েড বা নির্দেশিত। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ: নোয়াম চমস্কি নোয়াম চমস্কি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এক বড় বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাঁর জেনারেটিভ গ্রামার বা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাষা শেখার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরেই প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান থাকে। চমস্কির বিখ্যাত একটি উক্তি হলো'ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ মিরর অব মাইন্ড' বা ভাষা মানুষের মনের প্রতিফলন।

লেখার শুরুতেই তাঁর যে বিখ্যাত উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, এই বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক, কিন্তু অর্থগতভাবে অদ্ভুত। এর মাধ্যমে চমস্কি দেখাতে চেয়েছিলেন, ভাষার ব্যাকরণিক কাঠামো এবং অর্থগত কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি স্তর।

চমস্কির মতে, ভাষা শেখার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকে। শিশুদের ভাষা শেখার দ্রুততা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা এই ধারণাকেই সমর্থন করে। তিনি বলেছেন, 'প্রায় সব স্বাভাবিক শিশুই খুব দ্রুত এবং অনায়াসে ভাষা শিখে ফেলে, যা ইঙ্গিত করে যে মানুষের মস্তিষ্কে ভাষা আয়ত্ত করার জন্য একধরনের বিশেষ জৈবিক সক্ষমতা রয়েছে।' চমস্কির মতে, ভাষা শেখার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত থাকে। শিশুদের ভাষা শেখার দ্রুততা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা এই ধারণাকেই সমর্থন করে।

কোয়ান্টাম লিঙ্গুইস্টিকস ও সম্ভাবনার জগৎ ভাষার পরিবর্তন কখনো কখনো পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষার মতো মনে হয়। যেমন শ্রোডিঙ্গারের বিড়ালের কথা ধরা যাক। একটি বিড়াল একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত এমন সম্ভাবনার অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না আমরা বাক্স খুলে তাকে পর্যবেক্ষণ করি। ভাষাতেও অনেক সময় একটি শব্দের সম্ভাব্য অর্থ একাধিক থাকে। প্রসঙ্গের ওপর ভিত্তি করে বা পরিস্থিতির সাপেক্ষে সেই অর্থ নির্দিষ্ট হয়। এই ধারণা থেকেই উদ্ভূত হতে পারে কোয়ান্টাম লিঙ্গুইস্টিকস, যেখানে ভাষাকে সম্ভাবনা, প্রসঙ্গ এবং অর্থের বহুমাত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধারণার ভিত্তিতে একটি কোয়ান্টাম লিঙ্গুইস্টিকস পাইপলাইন কল্পনা করা যেতে পারে, যেখানে ভাষাকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা হয়। ১. ধ্বনি ও ব্যাকরণ কাঠামো ২. প্রসঙ্গভিত্তিক সম্ভাব্য অর্থ এবং ৩. সামাজিক ও মানসিক ব্যাখ্যা। এ প্রেক্ষাপটে একটি ধারণাগত উক্তি হতে পারে, 'ভাষা কোনো স্থির কাঠামো নয়; এটি একটি সম্ভাবনার ক্ষেত্রের মতো আচরণ করে, যেখানে প্রসঙ্গের মাধ্যমে অর্থের জট খোলে।'

আরেকটি ধারণা হতে পারে, 'কোয়ান্টাম ভাষাবিজ্ঞানে কোনো শব্দই পুরোপুরি নীরব নয়; এটি এমন কিছু সুপ্ত অর্থ বহন করে, যা পর্যবেক্ষণের অপেক্ষায় থাকে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা দেখিয়েছে, বাংলা ভাষার উচ্চারণ, শব্দার্থ এবং বাক্যগঠনসবই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত হয়েছে। সময়ের আয়নায় বাংলা ভাষা বাংলা ভাষার বিবর্তন এই চিন্তাধারাকে আরও জীবন্ত করে তোলে। প্রাচীন বাংলা থেকে মধ্যযুগীয় বাংলা, আধুনিক বাংলা এবং সমকালীন বাংলায় ধ্বনি, শব্দগঠন, ব্যাকরণ ও অর্থের যে ধীর পরিবর্তন, তা প্রমাণ করে যে ভাষা একটি জীবন্ত ব্যবস্থা। প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসে বাংলা ভাষা অসংখ্য বিদেশি শব্দ ও সংস্কৃতির প্রভাব গ্রহণ করেছে এবং নিজস্ব রূপ ধারণ করেছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা দেখিয়েছে, বাংলা ভাষার উচ্চারণ, শব্দার্থ এবং বাক্যগঠনসবই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি, অনলাইন মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগের ফলে এই পরিবর্তন এখন আরও দ্রুততর ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার আধুনিক ব্যাকরণ বিশ্লেষণে 'হেড-ড্রিভেন ফ্রেজ স্ট্রাকচার গ্রামার' বা এইচপিএসজি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। বাংলা ভাষার নমনীয় বাক্যগঠন বোঝার ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক কাঠামো বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখে। এই বিবর্তন প্রমাণ করে, ভাষা কেবল একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি সময়ের সঙ্গে মানুষের চিন্তা ও সমাজের নিখুঁত প্রতিফলন।

প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসে বাংলা ভাষা অসংখ্য বিদেশি শব্দ ও সংস্কৃতির প্রভাব গ্রহণ করেছে এবং নিজস্ব রূপ ধারণ করেছে। মোটকথা, ভাষা একটি চলমান মহাবিশ্ব। ভাষা কখনো স্থির নয়। এটি নদীর মতো, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার গতিপথ বদলায়, নতুন শব্দ যোগ হয়, পুরোনো শব্দ হারিয়ে যায় এবং অর্থের ভেতরে জন্ম নেয় নতুন সম্ভাবনা। পাণিনির ব্যাকরণ থেকে সস্যুরের চিহ্নতত্ত্ব, চমস্কির জেনারেটিভ ব্যাকরণ থেকে আধুনিক কোয়ান্টাম লিঙ্গুইস্টিকসসব তত্ত্বই আমাদের একই সত্যের দিকে নিয়ে যায়ভাষা একটি জীবন্ত ব্যবস্থা। মানুষ যেমন সময়ের সঙ্গে বদলায়, ভাষাও তেমনি বদলায়। ভাষার এই পরিবর্তনের ইতিহাস পড়া মানে মানবসভ্যতার চিন্তার ইতিহাস পড়া। সম্ভবত ভবিষ্যতের ভাষাবিজ্ঞান আরও গভীরভাবে দেখবে। একটি শব্দ কেবল একটি শব্দ নয়; এটি সম্ভাব্য অর্থের এক মহাবিশ্ব, যা প্রসঙ্গের পর্যবেক্ষণে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

খাদ্য আন্দোলনের শহিদ নেতা সৌমেন্দ্র সূত্রধরকে স্মরণ ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের। ছবি নিজস্ব।

এশিয়ার শীর্ষ ধনী গৌতম আদানি মুকেশ আম্বানিকে পিছনে ফেললেন

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): শিল্পপতি গৌতম আদানি ফের একবার শীর্ষে। ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স-এর সাম্প্রতিক তালিকা অনুযায়ী, আদানি এখন এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, পিছনে ফেলেছেন মুকেশ আম্বানি-কে।

তালিকা অনুযায়ী, গৌতম আদানির মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২.৬ বিলিয়ন ডলার, যা তাঁকে বিশ্বে ১৯তম স্থানে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে, মুকেশ আম্বানির সম্পদ ৯০.৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসে তিনি ২০তম স্থানে চলে গিয়েছেন।

২০২৬ সালে বৈশ্বিক সম্পদ তালিকায় এই রদবদল বাজারের অস্থিরতা ও ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার শেয়ারবাজারে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে জোরদার উত্থান দেখা যায়, যা বেঞ্চমার্ক সূচকগুলিকেও ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে একদিনেই গৌতম আদানির সম্পদ প্রায় ৩.৫৬ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে।

বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকায় এখনও শীর্ষে রয়েছেন ইলন মাস্ক, যার সম্পদের পরিমাণ ৬৫৬ বিলিয়ন ডলার। তাঁর পরেই রয়েছেন ল্যারি পেজ (২৮৬ বিলিয়ন ডলার)। এছাড়াও শীর্ষ ১০-এ রয়েছেন জেফ বেজোস, মার্ক জাকারবার্গ, ল্যারি এলিসন, মাইকেল ডেল, জেনসেন হুয়াং এবং বার্নার্ড আর্নল্ট প্রমুখ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত বিশ্বের শীর্ষ ২০ ধনীর মধ্যে সাতজনের সম্পদ কমেছে। এর মধ্যে বার্নার্ড আর্নল্টের সম্পদই সবচেয়ে বেশি কমেছে প্রায় ৪৪ বিলিয়ন ডলার।

এছাড়াও স্টিভ বলমার, বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেট এবং আমানসিও ওর্তেগা-সহ একাধিক ধনকুবেরের সম্পদেও বড়সড় পতন হয়েছে।

ভারতের অন্যান্য ধনীদের মধ্যে লক্ষ্মী মিত্তাল ৬২তম স্থানে (৩৬.৯ বিলিয়ন ডলার), শিব নাদার ৭০তম স্থানে (৩৩.৫ বিলিয়ন ডলার), শাপুর মিস্ত্রি পরিবারসহ ৭১তম স্থানে (৩৩.২ বিলিয়ন ডলার) এবং সাবিত্রী জিন্দাল ৭৩তম স্থানে (৩২.৭ বিলিয়ন ডলার) রয়েছেন।

এছাড়াও তালিকায় রয়েছেন সুনীল মিত্তল, আজিম প্রেমজি, কুমার মঙ্গলম বিড়লা এবং রাধাকিষান দামানি।

এদিকে, শুক্রবার ইনট্রা-ডে ট্রেডিংয়ে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার আদানি টোটাল গ্যাস, আদানি পোর্টস এবং আদানি পাওয়ার প্রায় ৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

দার্জিলিং পাহাড়ে 'ভোটারদের শপথ' কর্মসূচি গণতন্ত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহ ইসিআই-এর

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন পশ্চিমবঙ্গের দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন।

সেই লক্ষ্যে শুক্রবার দার্জিলিং জেলার জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিকের (ডিইও) দফতরের উদ্যোগে পাহাড়ে আয়োজিত হল এক অনন্য 'ভোটারদের শপথ' কর্মসূচি।

নির্বাচন কমিশন তাদের সরকারি সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই কর্মসূচির ছবি পোস্ট করে জানায় "গণতন্ত্রের ডাকে জেগে উঠল দার্জিলিং"। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তা এলাকায় যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিকদের এক উজ্জ্বল সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

অনুষ্ঠানে ভোটারদের শপথ পাঠ করানো হয়। এরপর প্রবীণদের নেতৃত্বে একটি উদ্দীপনাময় ওয়াকাথন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে যুব সমাজও উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে 'ছোট ভীম' ও 'চুটকি'-র মতো কার্টুন চরিত্রের মাসকট উপস্থিত থেকে পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটদানের গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতা ছড়ায়।

ইসিআই-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচনের বার্তা দার্জিলিংয়ের পাহাড় জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এটি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য আসুন, ভোট দিই।"

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের (সিইও) দফতরের এক সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকেই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য ভোটারদের অধিক হারে ভোটদানে উৎসাহিত করা। এর পাশাপাশি সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও হিংসামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে আগাম কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে ভোটারদের মনে কোনও ভয় বা আতঙ্ক না থাকে।

এছাড়াও, বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করে ভুয়ো ভোটারদের বাদ দেওয়া এবং প্রকৃত ভোটারদের নাম অক্ষুণ্ণ রাখার দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যসভার উপ-সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হরিবংশকে শুভেচ্ছা মোদির, 'গভীর আস্থার প্রতিফলন'

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজ্যসভার উপ-সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ায় হরিবংশ নারায়ণ সিং-কে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, টানা তৃতীয়বার এই পদে নির্বাচিত হওয়া সংসদের তাঁর প্রতি গভীর আস্থারই প্রতিফলন।

রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "হরিবংশজি-কে আন্তরিক অভিনন্দন। টানা তৃতীয়বার উপ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়া প্রমাণ করে এই সদন তাঁর উপর কতটা আস্থা রাখে। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যসভার কার্যপ্রণালী আরও উন্নত হয়েছে। তাঁর সরল ও দক্ষ কাজের ধরণই এর প্রমাণ।"

তিনি আরও বলেন, "আমি নিশ্চিত, নতুন মেয়াদেও তিনি একই নিষ্ঠা ও ভারসাম্য বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করবেন। সকলের সহযোগিতায় এই সদন নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে।"

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, হরিবংশ নারায়ণ সিং ছাত্রজীবন থেকেই গ্রামোন্নয়নের কাজে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর জন্ম হয়েছিল জয়প্রকাশ নারায়ণের গ্রামে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মোদি বলেন, "আজ, ১৭ এপ্রিল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর-এর জন্মবার্ষিকী। এই দিনে হরিবংশজি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করছেন, এটি এক তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ। তিনি চন্দ্রশেখরজির উপর একটি বইও লিখেছেন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন ও ভাবনা তুলে ধরেছেন।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "হরিবংশজির জনজীবন শুধু সংসদীয় কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সাংবাদিক হিসেবেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। মানবিক মূল্যবোধকে তিনি সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁর ভাষা ও অভিব্যক্তিতে শৃঙ্খলা ও সরলতা প্রতিফলিত হয়।"

তিনি স্মরণ করেন, "আমি যখন গুজরাতে ছিলাম, তখন তাঁর লেখা পড়তাম। তিনি স্পষ্টভাবে নিজের মত প্রকাশ করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরতেন। সাংবাদিকতায় তিনি সবসময় শেষ মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। সংসদেও সেই গুণের প্রতিফলন দেখা যায়।"

নতুন সাংসদদের জন্য হরিবংশ নারায়ণ সিং-এর কাজ শিক্ষণীয় বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "সময়ানুবর্তিতা ও দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর বড় শক্তি। তিনি প্রতিটি বিষয় মনোযোগ দিয়ে শোনেন, যা আমাদের সবার জন্য শিক্ষণীয়।"

এছাড়া যুব সমাজের সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথাও তুলে ধরেন মোদি। তিনি জানান, ২০১৮ সালে উপ-সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর হরিবংশজি প্রায় ৩০০টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর স্বপ্ন যুব সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি নিরন্তর কাজ করছেন।"

৩ দিনের মধ্যে আপ নেতার বাড়িতে দ্বিতীয় ইডি হানা 'কালো টাকা' কত উদ্ধার? প্রশ্ন কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে আম আদমি পার্টি (আপ)-র এক নেতার বাড়িতে দ্বিতীয়বার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হানাকে ঘিরে সরব হলেন দলের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এই সব অভিযানে আদৌ কত 'কালো টাকা' উদ্ধার হয়েছে।

সাবেক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সোশ্যাল মিডিয়া 'এক্স'-এ লেখেন, "মাত্র তিন দিনের মধ্যে আপ নেতার বাড়িতে এটি দ্বিতীয় ইডি হানা। এতদিনে আপ নেতাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযানে কত 'কালো টাকা' উদ্ধার হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কি তা জানাবেন? একটি টাকাও কি পাওয়া গিয়েছে?"

কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, "ক্ষমতা দখলের স্বার্থে যে তুচ্ছ রাজনীতি চলছে, তা গোটা দেশ দেখছে।"

এদিকে, পঞ্জাবের মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরা জানিয়েছেন, তাঁর বাড়িতেও ইডি অভিযান চালিয়েছে। তিনি বলেন, "আজ সকালে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আমার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব এবং সত্যের জয় হবে বলে বিশ্বাসী।"

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা)-এর আওতায় গুরগাঁও, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা ও জলন্ধরে মোট ১৩টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। এর মধ্যে সঞ্জীব অরোরা, হেমন্ত সুদ এবং চন্দ্রশেখর আগরওয়ালের বাড়ি ও দফতরও রয়েছে।

অভিযানের সময় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) মোতায়েন করা হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। পুরনো মানি লন্ডারিং মামলা ও জমি লেনদেনে অনিয়মের অভিযোগের সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান বলে জানা গিয়েছে।এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ অভিযোগ করেন, কোনও রাজ্যে নির্বাচন ঘনিয়ে এলে বিজেপি এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়। তিনি বলেন, "পঞ্জাবের মন্ত্রী সঞ্জীব অরোরার বাড়িতে ইডি হানা দিয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট ধারা এভাবেই বিজেপি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে।"

উল্লেখ্য, গত ১৫ এপ্রিল আপের রাজ্যসভার সাংসদ অশোক কুমার মিত্তলের বাড়ি এবং তাঁর পরিবারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও ফেমা আইনে তল্লাশি চালায় ইডি।

পঞ্জাবে শাসক আপ সরকার ও কেন্দ্রের মধ্যে বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই এই ধারাবাহিক ইডি অভিযানে 'নির্বাচিত টার্গেটিং'-এর অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

এসসি, এসটি, ওবিসি ও মুসলিমদের প্রকৃত স্বার্থে কোনও দলই আন্তরিক নয়: মায়াবতী

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): সংবিধান ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত ইস্যুতে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (এসপি) সহ একাধিক রাজনৈতিক দলকে তীব্র আক্রমণ করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী। পাশাপাশি নারী সংরক্ষণ ও ডিলিমিটেশন ইস্যুতেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ করা এক পোস্টে মায়াবতী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস অতীতে এসসি, এসটি ও ওবিসি সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকাকালীন কংগ্রেস কোনও ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ কোটা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি।

তিনি আরও বলেন, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ কংগ্রেস কার্যকর করেনি।পরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভি.পি. সিং-এর সরকার সেই সংরক্ষণ কার্যকর করে, যার পেছনে বিএসপি-র ভূমিকা ছিল বলে দাবি করেন তিনি।

উত্তরপ্রদেশে মুসলিমদের মধ্যে অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ নিয়েও সমাজবাদী পার্টিকে আক্রমণ করেন মায়াবতী। তাঁর অভিযোগ, এসপি সরকারের আমলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টগুলি বাস্তবায়িত হয়নি, যা পরে ১৯৯৫ সালে বিএসপি সরকার কার্যকর করে।

মায়াবতীর অভিযোগ, কংগ্রেস ও এসপিউভয় দলই ক্ষমতায় থাকা বা না থাকার ওপর ভিত্তি করে নিজেদের অবস্থান বদলায়। তিনি বলেন, "এই ধরনের দ্বিচারী ও বিভ্রান্তিকর রাজনীতির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলিকে সতর্ক থাকতে হবে।"

নারী সংরক্ষণ ও ডিলিমিটেশন প্রসঙ্গে তিনি জানান, দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হলে ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতেই তা করতে হবে। তাঁর মতে, বর্তমানে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলেও একই পথ অনুসরণ করত।

তিনি আরও বলেন, "সার্বিকভাবে বলতে গেলে, দেশের কোনও রাজনৈতিক দলই এসসি, এসটি, ওবিসি ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বার্থ, কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ গঠনে আন্তরিক নয়।"

নারী সংরক্ষণ প্রসঙ্গে মায়াবতীর পরামর্শ, আপাতত যে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে তা গ্রহণ করা উচিত এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "নিজেদের শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে, অন্য কারও প্রলোভনে পা দেওয়া উচিত নয়।"

এদিকে, সংসদের বিশেষ অধিবেশনে সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬, ডিলিমিটেশন বিল, ২০২৬ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ নিয়ে আলোচনা চলছে। লোকসভায় শুক্রবার বিকেল ৪টায় এই বিলগুলির উপর ভোটাভুটি হওয়ার কথা রয়েছে।

হজ যাত্রা ২০২৬: ১৮ এপ্রিল থেকে শুরু প্রথম দফায় রওনা ভারতীয় হাজযাত্রীরা

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : ২০২৬ সালের হজ যাত্রা ১৮ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে। ওইদিনই দেশের বিভিন্ন এমবার্কেশন পয়েন্ট থেকে প্রথম দফার ভারতীয় হাজযাত্রীরা সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। চলতি বছরে মোট ১,৭৫,০২৫ জন হাজযাত্রী এই পবিত্র যাত্রায় অংশ নেবেন বলে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সকল হাজযাত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, যাত্রা যাতে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়, তার জন্য কেন্দ্র সরকার বদ্ধপরিকর। এ বছর পরিষেবার মানোন্নয়নে একাধিক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক, যা হজের নোডাল সংস্থা, হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া, অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, রাজ্য সরকার এবং সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে।

এবারের হজে যাত্রীদের সুবিধার্থে একাধিক আধুনিক ও উন্নত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল পরিষেবা বাড়াতে 'হজ সুবিধা অ্যাপ'-এর ব্যবহার জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি হাজ সুবিধা স্মার্ট রিস্টব্যান্ড চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পথ হারানো যাত্রীদের সহজে শনাক্ত ও সাহায্য করা সম্ভব হবে। প্রথমবারের মতো প্রায় ২০ দিনের স্বল্প-মেয়াদি হজ প্যাকেজ চালু করা হয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য আরও নমনীয়তা নিয়ে আসবে।

এছাড়া প্রতি হাজযাত্রীর জন্য প্রায় ৬.২৫ লক্ষ টাকার বর্ধিত বিমা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা তাঁদের আর্থিক ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। প্রায় ৬০,০০০ যাত্রীর জন্য মক্কা ও মদিনার মধ্যে উচ্চগতির ট্রেন পরিষেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াত সম্ভব হয়। এর সঙ্গে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা, রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে হজ যাত্রাকে আরও নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল করে তুলবে।এছাড়াও, মদিনায় হোটেল-স্টাইলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিমানবন্দরগুলিতে যাত্রা প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেশজুড়ে মোট ১৭টি এমবার্কেশন পয়েন্ট থেকে হজ যাত্রা পরিচালিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি, মুম্বই, লখনউ, হায়দরাবাদ, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, শ্রীনগরসহ একাধিক শহর।

সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, হাজযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। এজন্য সৌদি প্রশাসনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রাখা হয়েছে। যাত্রীদের স্বাস্থ্য ও ভ্রমণ সংক্রান্ত সব নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁদের হজ যাত্রা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হয়।শেষে, কিরেন রিজিজু সকল হাজযাত্রীর সফল ও শুভ যাত্রা কামনা করেছেন।

সিকিমে নারী সংরক্ষণ বিলের সমর্থনে মহামিছিল ঐক্য ও সংকল্পের প্রতিফলন: মুখ্যমন্ত্রী তামাং

গ্যাংটক, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): নারী সংরক্ষণ বিলের সমর্থনে সিকিমজুড়ে মহিলাদের বিশাল র‍্যালিকে স্বাগত জানিয়ে তা ঐক্য, সচেতনতা এবং সম্মিলিত সংকল্পের শক্তিশালী প্রতিফলন বলে মন্তব্য করলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তিনি বলেন, সমাজের সব স্তরের নারীমা, বোন ও কন্যারারাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে একত্রিত হয়ে নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে যে সংহতি প্রদর্শন করেছেন, তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই র‍্যালি রাজ্যের নারীদের শক্তি, সচেতনতা এবং দৃঢ় মানসিকতার প্রতীক। "এই সম্মিলিত সংহতি আমাদের রাজ্যের নারীদের দৃঢ়তা ও সচেতনতার প্রতিফলন," মন্তব্য করেন তিনি।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সকল অংশগ্রহণকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ক্ষমতায়িত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নারী সংরক্ষণ বিল, অর্থাৎ নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম-কে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করে তামাং বলেন, এটি দেশের নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। তিনি এই উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে কৃতিত্ব দেন এবং একে ২১ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলে উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, এই আইনের মাধ্যমে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব রয়েছে। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এই সংরক্ষণ কার্যকর হবে বলে জানা গেছে।

এছাড়াও, প্রেম সিং তামাং 'মাতা তীর্থ আউন্সি' উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করেছেন।

শুক্রবার অরুন্ধতীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

৪৮ ঘণ্টায় 'ঠক-ঠক' চক্র ভাঙল দিল্লি পুলিশ, গ্রেফতার ১; উদ্ধার সোনা, নগদ

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই 'ঠক-ঠক' গ্যাং ভেঙে বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার কাছ থেকে চুরি হওয়া সোনা ও হিরের গয়না, বিদেশি মুদ্রা, নগদ টাকা, গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং অপরাধে ব্যবহৃত একটি স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে।দক্ষিণ-পশ্চিম জেলার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিল্লি ক্যান্ট থানার অন্তর্গত সুব্রতো পার্ক পুলিশ পোস্টের আধিকারিকরা এই গ্রেফতারি অভিযান চালান। ধৃতের নাম কুণাল (২৪), দিল্লির মদনগীর, ড. আম্বেদকর নগরের বাসিন্দা। এর আগেও তার বিরুদ্ধে চুরি ও অস্ত্র আইনের অধীনে মোট ৮টি মামলা রয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের জেরায় একাধিক চুরির মামলার সঙ্গে তার যোগসূত্র মিলেছে এবং তার দেখানো পথেই বেশ কিছু চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এই গ্রেফতারের মাধ্যমে মোট চারটি চুরির মামলা সমাধান হয়েছে।ঘটনার সূত্রপাত ১২ এপ্রিল, যখন দিদার সিং নামে এক ব্যক্তি দিল্লি ক্যান্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, ধৌলা কুয়াঁ রিং রোড এলাকায় তাঁর ট্যাক্সি থেকে একটি ব্যাগ চুরি হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, দুই যুবক সাহায্য বা রাস্তার দিশা জিজ্ঞাসার অজুহাতে গাড়ি থামায়। গাড়ির গতি কমতেই একজন অভিযুক্ত জানলা খুলে ব্যাগটি চুরি করে এবং দু'জনে স্কুটিতে চেপে পালিয়ে যায়।পুলিশের বিশেষ দল সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করে।পুলিশ আরও জানিয়েছে, 'ঠক-ঠক' গ্যাং সাধারণত গাড়ির জানলায় টোকা ('ঠক ঠক' শব্দ) দিয়ে চালকের মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরায় এবং সেই সুযোগে অন্য সদস্য গাড়ি থেকে মূল্যবান জিনিস চুরি করে। এরা সাধারণত রিং রোডের মতো ব্যস্ত এলাকায়, বিশেষ করে যানজটের সময় সক্রিয় থাকে এবং সিসিটিভি এড়িয়ে কাজ করার চেষ্টা করে।

কাজের সন্ধান

এন.আই.সি-তে ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। এন.আই.সি-তে সায়েন্টিস্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশ থেকে সায়েন্টিস্ট-বি সহ বিভিন্ন পদে ২৪৩ জন নিয়োগ হচ্ছে এন.আই.সি অর্থাৎ ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এন.আই.সি অর্থাৎ ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারে কাজ করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৩-২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৪ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। শূন্যপদগুলি হলো — ক্রমিক নং ১ ঃ পদের নাম - সায়েন্টিস্ট বি - কম্পিউটার সায়েন্সেস এন্ড আই.টি, শূন্যপদ ১৬৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৭০, ইডব্লিওএস-১৬, এসসি-২৫, এসটি-১২, ওবিসি-৪, শাঃপ্রঃ-৮টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ২ ঃ পদের নাম - সায়েন্টিস্ট বি - ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন, শূন্যপদ ২৫টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩, ইডব্লিওএস-২, এসসি-৩, এসটি-১, ওবিসি-৬, শাঃপ্রঃ-১টি সংরক্ষিত। ক্রমিক নং ৩ ঃ পদের নাম - সায়েন্টিস্ট বি - ডেটা সায়েন্স এন্ড এ.আই, শূন্যপদ ৫০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২২, ইডব্লিওএস-৫, এসসি-৭, এসটি-৩, ওবিসি-১৩, শাঃপ্রঃ-২টি সংরক্ষিত। সব ক'টি ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)। মূল মাইনে ৭ম সিপিসি অনুযায়ী লেভেল-১০ মোতাবেক, ৫৬,১০০ - ১,৭৭,৫০০ টাকা। তবে শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন বিশেষ পদ অনুযায়ী কোটা ও যোগ্যতা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

প্রার্থীবাছাই হবে সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। প্রয়োজনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাও হতে পারে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে ত্রিপুরার প্রার্থীরা কাছাকাছি শিলং অথবা গুয়াহাটির মধ্যে কোন্ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী, তা ফর্ম ফিলাপের সময় উল্লেখ করার সুযোগ থাকলে অবশ্যই তা পূরণ করে দেবেন। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩৫০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্কেই এখন নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। সুপরিচিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক তথা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ, বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে ৩৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে আই.বি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে।

সুপরিচিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক তথা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৪-২০২৬-এর হিসেবে ২২ থেকে ৪৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। তবে, পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৩৫০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৫২টি, এসটি'র জন্য ২৫টি, ওবিসি'র জন্য ৯৪টি ও ইডব্লিএস-দের জন্য ৩৪টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৪৫টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে ১৩টি শূন্যপদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ হতে হবে। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে একটি মাত্র মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১৮০ নম্বরের মূল পরীক্ষা। প্রশ্ন করা হবে ১২০টি। সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে ত্রিপুরা সহ সারা দেশে। এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে সারা দেশে। পরীক্ষার দিনক্ষণও স্থির হয়নি। তবে, এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমেও পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। প্রয়োজনে নিয়োগকর্তারা সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমেও নিয়োগ করতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড-কনস্টেবল (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এস.আই (এস.এস.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/বিটেক পাশ ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* পদের নাম ঃ **আধার সুপারভাইজর, অপারেটর (সিএসসি সেন্টার, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ (স্পোর্টস অথরিটি)**
শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট (এন.আই.সি)**
শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মে-জুনে, তবে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্যুরিস্ট অফিসার (ত্রিপুরা)**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অপারেটর ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চম্যামিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ,
বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ বিএসসি ... ইত্যাদি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, গেইট স্কোর থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক, আইটিআই পাশদের থেকে কেন্দ্রীয় কারখানায় ৪০০ ওয়ার্কার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। মাধ্যমিক, আইটিআই পাশদের থেকে কেন্দ্রীয় কারখানায় ওয়ার্কার নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির এক সংশোধনী বিবৃতি অনুযায়ী দরখাস্ত পাঠানোর সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনরায় প্রকাশ করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষ করে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কার পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

বিস্তারিত খবর হলো — মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে ওয়ার্কার পদে চাকরির জন্য এধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রায়শই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে বিশেষ করে ওয়ার্কার পদে ৪০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কার পদে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা, মাধ্যমিক পাশ করেছেন অথবা মাধ্যমিক পাশের পর আইটিআই থেকে নির্দিষ্ট কোনও ট্রেডে কোর্স করেছেন, তাঁরাই আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন এবং বিষয় ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। কোনও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোনও কোটা নেই, তবে শূন্যপদের ক্যাটেগরি ও বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। তবে মোট শূন্যপদ ৪০০টি। এর মধ্যে ১৭৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ওবিসি-র জন্য ১০৮টি, এসসি-র জন্য ৪০টি, এসটি-র জন্য ৩৬টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪০টি পদ রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি নম্বর - জিএ/ হায়ার/ ১৫২/ ০৫/ ২০২৬। তারিখ ১৩-০৩-২০২৬। দরখাস্ত করবেন ডাকযোগে, নির্দিষ্ট ঠিকানায়, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। তবে দরখাস্ত ডাউনলোড করে প্রিন্টআউট করে নেবেন, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। এমনভাবে পাঠাতে হবে যেন তা পৌঁছায় ৩০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রয়োজনে দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে ফর্ম ফিলাপ ও ডাকযোগে পাঠানোর পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও জেরক্স করে জুড়ে দিতে হবে ওয়েবসাইটে বলা অন্যান্য শর্ত বুঝে। অফলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে ইন্টারভিউ বা স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ বা বাছাইয়ের পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে বিল্ডিং ওয়ার্কার মোট শূন্যপদ ঃ ৪০০টি। এর মধ্যে ১৭৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ওবিসি-র জন্য ১০৮টি, এসসি-র জন্য ৪০টি, এসটি-র জন্য ৩৬টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪০টি পদ রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। বয়স হতে হবে ২৮-০৩-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে অবশ্যই বয়সের ছাড় পাবেন সরকারি নিয়ম অনুসারে। যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, সংশ্লিষ্ট টেড্রে আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। এছাড়া, আরও বিস্তারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, বেতনক্রম বিস্তারিত দেখার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে নজর দিতে হবে। ফর্ম ফিলাপ করবেন বড় হাতের অক্ষরে। সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবির পেছনে প্রার্থীর স্বাক্ষর করতে হবে। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়ঃ দ্য চীফ জেনারেল ম্যানেজার, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি ভান্দারা, ডিস্ট্রিক্ট ভান্দারা, মহারাস্ট্র, পিন - ৪৪১৯০৬। ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্টের জন্য ই-মেইলে ডাকা হবে। ট্রেড টেস্ট নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের। নিয়োগ হবে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে। মূল মাইনের সঙ্গে সেন্ট্রাল ডিএ প্রদান করা হবে। হাউজ রেন্ট ভাতা সহ অন্যান্য ভাতাও পেয়ে যাবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।
* এসএসবি-তে **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* এসএসবি-তে **হেড-কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এসএসবি-তে **এস.আই** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* বহিঃরাজ্যে সিএসসি সেন্টারে **আধার সুপারভাইজর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ সাই-য়ে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* এন.আই.সি-তে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। তবে পরীক্ষাকেন্দ্র হবে বহিঃরাজ্যে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **সুপারভাইজর, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা মে-জুনে, তবে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় পর্যটন দপ্তরের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্যুরিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অপারেটর ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চম্যামিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ, বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ বিএসসি ... ইত্যাদি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, গেইট স্কোর থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

পাকিস্তান-সংযুক্ত 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' থেকে মাদক পাচার বৃদ্ধি, বহু সংস্থার যৌথ অভিযান জোরদার ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পাকিস্তান-আফগানিস্তান অঞ্চলভিত্তিক 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' থেকে ভারতে মাদক পাচারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে জানিয়েছে দেশের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। এই প্রেক্ষিতে মাদক চোরাচালান রুখতে একাধিক সংস্থার সমন্বয়ে নজরদারি ও অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের মতে, ভারতে আসা মোট মাদকের প্রায় ৬৫ শতাংশই আসে 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' এলাকা থেকে। বাকি অংশ আসে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' অঞ্চল (মায়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড) থেকে। পাকিস্তানভিত্তিক চক্রগুলি মাদক পাচারের মাধ্যমে সন্ত্রাসে অর্থ জোগানের চেষ্টা করছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, বর্তমানে দক্ষিণ ভারতবিশেষ করে কেরল ও তামিলনাড়ুর দিকে বেশি পরিমাণে মাদক পাঠানো হচ্ছে। তার আগে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র উপকূল দিয়ে এই মাদক দেশে ঢোকানো হয়। এরপর দেশীয় বাজারে সরবরাহের পাশাপাশি মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কাতেও পাচার করা হয়।

অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল'-ভিত্তিক চক্রগুলিই মূলত সক্রিয় বলে জানিয়েছেন এক কর্মকর্তা।

সাম্প্রতিক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি), ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন (এনটিআরও) এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' থেকে আসা মাদক শনাক্ত করতে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দ্রুতগতির নৌকা ও ছোট মাছ ধরার নৌযানগুলির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

সম্প্রতি চোরাচালান চক্রগুলি বাণিজ্যিক শিপিং কনটেইনার ব্যবহার করে বড় আকারে মাদক আনার চেষ্টা করছে বলেও জানা গেছে। এই অঞ্চলের মাদকগুলির মধ্যে মূলত চরস ও মেথামফেটামিন উল্লেখযোগ্য।

ভারত সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গেও সমন্বয় বাড়াচ্ছে এই সমস্যা মোকাবিলায়। এক আধিকারিক জানান, "শুধু নিজেদের উদ্যোগ নয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও অত্যন্ত জরুরি।" তবে গত তিন মাসে নজরদারি বাড়ানোর ফলে মাদক পাচারের কার্যকলাপে কিছুটা ভাটা পড়েছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাগুলি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই দেশকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে জোর দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৯ সাল পর্যন্ত একটি রোডম্যাপ তৈরি এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আগামী তিন বছরে দেশজুড়ে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। গোয়েন্দা ব্যুরোর এক আধিকারিকের মতে, 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' থেকে সরবরাহ কমে গেলে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' থেকে পাচার বাড়ানোর চেষ্টা হতে পারে। কারণ, এই দুই অঞ্চলের চক্রগুলি পরস্পর সংযুক্ত। সব মিলিয়ে, মাদক পাচার রুখতে বহু সংস্থার সমন্বিত পদক্ষেপই আগামী দিনে প্রধান কৌশল হতে চলেছে বলে মনে করছে প্রশাসন।

২৩০০-র বেশি ভারতীয়কে ইরান থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ইরান থেকে মোট ২,৩৬১ জনকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে শুক্রবার জানাল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "সংঘাত শুরুর পর থেকে আমরা ২,৩৬১ জন ভারতীয় নাগরিককে ইরান থেকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। এর মধ্যে ২,০৬০ জন আর্মেনিয়া হয়ে এবং ৩০১ জন আজারবাইজান হয়ে ফিরেছেন।"

তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১,০৪১ জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। এছাড়াও তিনজন বিদেশিকেও উদ্ধার করা হয়েছে যাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশ, একজন শ্রীলঙ্কা এবং একজন গায়ানা-র নাগরিক।

বিদেশ মন্ত্রকের এই তথ্য এমন সময়ে সামনে এল, যখন ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি ৮ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছে।

এর আগে ১১ এপ্রিল বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছিলেন, আরও ৩১২ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আর্মেনিয়ার মাধ্যমে ইরান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি আর্মেনিয়ার সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

এদিকে, ৮ এপ্রিল ইরানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের দ্রুত দেশ ছাড়ার পরামর্শ দেয় তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস। দূতাবাসের তরফে বলা হয়, তাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নির্ধারিত পথ ব্যবহার করেই যেন দেশত্যাগ করা হয় এবং কোনও আন্তর্জাতিক স্থলসীমান্তে নিজে থেকে যাওয়ার চেষ্টা না করতে সতর্ক করা হয়। জরুরি যোগাযোগের নম্বরও প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২৮ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে তেহরান-সহ ইরানের বিভিন্ন শহরে হামলা চালায়। এর জবাবে ইরান পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় এবং হরমুজ প্রণালিতে নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করে।

ধসের ক্ষত এখনো শুকোয়নি, প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ ওয়েনাড়ে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় দুর্গতরা

ওয়েনাড়, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির মেরামতে দেরি এবং পুনর্বাসন প্রকল্পের ধীর গতির কারণে কেরলের ওয়েনাড় জেলায় উদ্বেগ বাড়ছে। বর্ষা আসার আগেই কাজ দ্রুত শেষ করতে প্রশাসন তৎপর হয়েছে।

২০২৪ সালের ৩০ জুলাই প্রবল বর্ষণের জেরে ওয়েনাড়ের পাহাড়ি এলাকায় ভয়াবহ ভূমিধস নামে। মুন্ডাক্কাই ও চুরালমালা-সহ একাধিক এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বিপর্যয়ে ২০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ নিখোঁজ হন। বহু বাড়িঘর মাটির তলায় চাপা পড়ে, অবকাঠামো ধ্বংস হয় এবং অসংখ্য পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়।

এরপর কেরল সরকার পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু চুরালমালায় সরকার নির্মিত বাড়িগুলিতে ফাটল দেখা যাওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এতে নির্মাণের মান ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জেলা শাসক নির্দেশ দিয়েছেন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সিমেন্ট গ্রাউটিংয়ের মাধ্যমে ফাটল মেরামতির কাজ চলছে। তবে খারাপ আবহাওয়া ও শ্রমিকের অভাবে কাজের গতি কমে গেছে।

পরিদর্শনের পর জেলা শাসক সতর্ক করে জানিয়েছেন, বর্তমান গতিতে কাজ চললে ভারী বর্ষার আগে মেরামত শেষ নাও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাজস্ব, ভূতত্ত্ব এবং পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

এদিকে, বহু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এখনও ত্রাণ শিবির বা ভাড়া বাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, "কাজ শুরু হয়েছে অনেকদিন, কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। বৃষ্টি বাড়লে আবার ভয় ফিরে আসবে।"

অন্যদিকে, মুন্ডাক্কাই—চুরালমালা এলাকার ক্ষতিগ্রস্তরা এলস্টন এস্টেটে নির্মীয়মাণ সরকারি টাউনশিপে ২০ মে-র মধ্যে বাড়ি হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে ১৭৮টি বাড়ি নির্মাণের কাজ চলছে, যার মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৪০টি প্রস্তুত হয়েছে। ১ মার্চ চাবি ও জমির কাগজ তুলে দেওয়া হলেও বিষু (১৫ এপ্রিল)-র আগে বসবাস শুরু হবে বলে যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তা এখনও পূরণ হয়নি। পরিকাঠামোগত কাজ বাকি থাকায় স্থানান্তর বিলম্বিত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছেন, সব বাড়ি সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হলে তারা সেখানে যেতে রাজি নন।

অন্যদিকে, নিকাশি পরিশোধন কেন্দ্র ও পানীয় জলের পাইপলাইনের কাজও এখনও চলছে। পাঁচটি জোনে মোট ১০টি প্ল্যান্ট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। বর্ষা ঘনিয়ে আসায় উদ্বেগ আরও বাড়ছে। এর পাশাপাশি, ১,১৮৪ জন উপভোক্তার জন্য মাসিক ৯,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য এখনও বকেয়া রয়েছে এবং খাদ্য কুপনও বিতরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঝাড়খণ্ডে এনকাউন্টারে নিহত ৪ মাওবাদী ১৫ লক্ষ টাকার পুরস্কারপ্রাপ্ত কমান্ডারও খতম

রাঁচি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন কুখ্যাত মাওবাদী নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ১৫ লক্ষ টাকার পুরস্কারপ্রাপ্ত মাওবাদী কমান্ডার সাহদেব মাহতো। শুক্রবার চতরা-হাজারিবাগ জেলা সীমানায় এই এনকাউন্টার হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রাজ্যে চলমান মাওবাদী বিরোধী অভিযানে এটিকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ড পুলিশ সদর দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-র সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ওই এলাকায় মাওবাদীদের একটি স্কোয়াডের উপস্থিতির খবর পাওয়া যায়। এরপর স্থানীয় পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর যৌথ দল এলাকায় ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

নিরাপত্তাবাহিনী মাওবাদীদের ঘিরে ফেললে তারা গুলি চালায়। জবাবে পাল্টা গুলি চালায় বাহিনী। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা তীব্র গুলির লড়াইয়ের পর ঘটনাস্থলেই চারজন মাওবাদী নিহত হয়। আরও কয়েকজন আহত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এনকাউন্টারের পর তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে দুটি একে-৪৭ রাইফেল, দেশি ও আধুনিক অস্ত্র, বিপুল পরিমাণ গুলি, মাওবাদী সাহিত্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত সাহদেব মাহতো ওই অঞ্চলে একাধিক বড় নাশকতার মূলচক্রী বলে পরিচিত ছিল।

এদিকে, পৃথক আরেকটি অভিযানে সারান্ডা জঙ্গলের ছোটানাগড়া থানার অন্তর্গত বালিবা গ্রামের কাছে চাদারাদেরা এলাকায় একটি মাওবাদী স্কোয়াডকে ঘিরে ফেলেছে নিরাপত্তাবাহিনী। সমস্ত পালানোর রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারিও চালানো হচ্ছে।

সূত্রের খবর, ওই দলে ১ কোটি টাকার পুরস্কারপ্রাপ্ত মাওবাদী মিসির বেসরা থাকতে পারে এবং সেখানে ১০০-র বেশি মাওবাদীর উপস্থিতি রয়েছে বলে আশঙ্কা।

চাইবাসার পুলিশ সুপার অমিত রেণু জানিয়েছেন, সারান্ডা জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে এবং বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত তিন দিনে পশ্চিম সিংভূম জেলায় মাওবাদী বিরোধী অভিযানে আইইডি বিস্ফোরণ ও গুলির ঘটনায় ছয়জন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন।

ইজরায়েল—লেবানন যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত ভারতের, শান্তির পথে প্রতিটি পদক্ষেপে সমর্থন

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে ঘোষিত যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানাল ভারত। শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার যে কোনও উদ্যোগকেই সমর্থন করার কথা জানাল বিদেশ মন্ত্রক।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "আমরা যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানাই। শান্তির দিকে নিয়ে যায় এমন প্রতিটি পদক্ষেপকেই আমরা স্বাগত জানাই।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেন। ইরান সংঘাত ঘিরে তৈরি হওয়া উত্তেজনার মধ্যে এটি পরিস্থিতি সাময়িকভাবে শান্ত করার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। লেবানন সরাসরি ইজরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়িত না হলেও, দক্ষিণ লেবাননের বিস্তীর্ণ এলাকা হেজবোল্লার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তারা ইজরায়েলের উপর হামলা চালালে পাল্টা হামলা চালায় ইজরায়েল। হেজবোল্লাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারায় লেবাননকে তার খেসারত দিতে হয়েছে। এদিকে, হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে ইজরায়েলের অনুরোধ এবং হামাস নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে ভারতের অবস্থান প্রসঙ্গে জয়সওয়াল বলেন, "এ বিষয়ে আমাদের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়।" বৃহস্পতিবার ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী গিডিয়ন সা'র বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন হিন্দু নেতার সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে ভারতের কাছে হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন, হামাসের সঙ্গে লস্কর-ই-তইবা-সহ একাধিক জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে। সা'র আরও বলেন, ভারতের সঙ্গে ইজরায়েলের সম্পর্ক ক্রমশ মজবুত হচ্ছে এবং এই সম্পর্ককে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। গত আড়াই বছরে 'র‍্যাডিক্যাল ইসলাম'-এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

NOTICE INVITING QUOTATIONS

Tripura Board of Waqf invites quotation in sealed envelope for hiring of 1 (one) commercial Maruti Wagon R (White/Solid White/Silky Silver color) and Maruti Celerio X (Arctic white color) CNG (Date of Registration on or after 01/01/2024) for use of the Tripura Board of Waqf, Government of Tripura. Terms & conditions may be collected from the office of the undersigned in any working day between 11 AM to 4 PM up to 24/04/2026.

Last date for receiving of quotation: 27.04.2026 up to 3.00 PM

Date of opening of Tender/ quotation Box: on the same day at 3.30 PM

(Saurabh Al Aman,TCS)
Chief Executive Officer
Tripura Board of Wakf
ICA/C-75/26

গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর জানালেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী

শিলং, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): শিক্ষাক্ষেত্রে রূপান্তর আনতে এবং বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানালেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা। শুক্রবার দক্ষিণ পশ্চিম গারো হিলসের বাবেলাপাড়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাই তাঁর সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। বিদ্যমান ঘাটতি পূরণে একটি শক্তিশালী ও ভবিষ্যতমুখী পরিকল্পনার উপর জোর দেন তিনি। শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হিসেবে 'স্ট্রাকচার্ড পে ফ্রেমওয়ার্ক' চালুর কথা উল্লেখ করে সাংমা বলেন, নির্দিষ্ট বেতনের শিক্ষকদের জন্য এই ব্যবস্থা স্বচ্ছ, ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই পারিশ্রমিক কাঠামো তৈরি করবে। এর ফলে তাঁদের পরিষেবার শর্ত উন্নত হবে এবং সামাজিক সুরক্ষাও নিশ্চিত হবে। তিনি জানান, রাজ্যে লোয়ার প্রাইমারি স্কুলগুলির উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল। ইতিমধ্যেই ১০০টি স্কুল দিয়ে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে এবং ধাপে ধাপে তা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এদিন বাবেলাপাড়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন তহবিল থেকে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেন তিনি। অনুষ্ঠানটি স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং অল মেঘালয় আপার প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ডেফিসিট প্যাটার্ন স্কুল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। এসপিফ চালুর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

ইসি-র সিদ্ধান্ত খারিজ কলকাতা হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের একক বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়।

নির্বাচন কমিশন (ইসি) কয়েকদিন আগে সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদার কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। তাঁদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল এবং অনেকেই ইতিমধ্যে সেই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

এই প্রেক্ষিতে আদালত জানায়, যাঁরা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করতে হবে। তবে যাঁরা এখনও প্রশিক্ষণ নেননি, তাঁদের আর এই পদে নিয়োগ করা যাবে না। ইসি-র এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একাংশ কলেজ শিক্ষক কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। শুক্রবার সেই মামলার শুনানিতে কমিশনের আইনজীবী জানান, অতীতেও নির্বাচনে কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের নজির রয়েছে, তবে এবারই প্রথম একাংশ শিক্ষক এর বিরোধিতা করেছেন। তবে কেন এই নিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি কমিশনের আইনজীবী।

বিজ্ঞপ্তি খারিজ করার পাশাপাশি বিচারপতি রাও মন্তব্য করেন, প্রয়োজন হলে শিক্ষকদের তাঁদের পদমর্যাদা ও বেতন কাঠামো অনুযায়ী অন্যান্য নির্বাচনী কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA,
Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 02/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 13/04/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET NO	Estimated Cost	Earnest Money	Time Of Completion
1	Maintenance of the Ward office building and rooftop temporary shed at Ward Office No-18, AMC. **D.N.I.E.T No.05/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 15,50,976/	Rs. 31,020/-	120(One Hundred Twenty) Days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **20-04-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **20-04-2026 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

যাদগিরে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা: বাস-গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত ৬

যাদগির (কর্নাটক), ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): কর্নাটকের যাদগির জেলায় শুক্রবার এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। একটি গাড়ি ও একটি বেসরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর আগুন ধরে গিয়ে গাড়িতে থাকা ছয়জনই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাড়িতে মোট আটজন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দুইজনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ জানিয়েছে, সুরপুর তালুকের দেবাপুর এলাকার কাছে, সুরপুর থানার অন্তর্গত অঞ্চলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গাড়িটি যাদগির থেকে রায়চুরের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় বেঙ্গালুরু থেকে কালাবুরগির দিকে আসা একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের তীব্রতায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ও বাসে আগুন ধরে যায়। গাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা ছয়জনের মৃত্যু হয়। বাসটিও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়ে দমকল ও জরুরি পরিষেবার কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। সুরপুর থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। মৃতদের পরিচয় এখনও পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর কর্নাটকের চিত্রদুর্গ জেলায় হিরিয়ুরের কাছে জাতীয় সড়ক ৪৮-এ একটি বেসরকারি স্লিপার বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে আগুন ধরে গিয়ে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয় এবং ২৮ জন আহত হন।

রাজস্থান বিধানসভায় আন্তর্জাতিক কর্মসূচি, ১৭ দেশের ৪৩ প্রতিনিধি অংশ নেবেন: দেবনানি

জয়পুর, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থান বিধানসভায় আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিতে চলেছেন। শনিবার এই কর্মসূচিতে ১৭টি দেশের মোট ৪৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন বলে শুক্রবার জানান রাজস্থান বিধানসভার স্পিকার বাসুদেব দেবনানি।

এই প্রতিনিধিদের মধ্যে বাংলাদেশ, ভুটান, ঘানা, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়া এবং জাম্বিয়া-সহ একাধিক দেশের অংশগ্রহণ রয়েছে।

দেবনানি জানান, লোকসভা সচিবালয়ের অধীন পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসিস-এর উদ্যোগে রাজস্থান বিধানসভায় "ইন্টারন্যাশনাল লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং" শীর্ষক ৩৭তম আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের 'ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন' প্রকল্পের অধীনে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল বিদেশি প্রতিনিধিদের আইন প্রণয়নের খসড়া তৈরির ধারণা, দক্ষতা ও কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার প্রতিনিধিদল রাজস্থান বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ, বিধানসভা ভবন এবং 'পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ মিউজিয়াম' পরিদর্শন করবেন। দেবনানি বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের বিধানসভাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা সম্ভব হবে। পাশাপাশি প্রতিনিধিদের রাজস্থান বিধানসভার কার্যপ্রণালী, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং সংসদীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করা হবে। এছাড়াও প্রতিনিধিরা স্পিকার ও বিধানসভার সচিবের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ আইন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন।

রাজস্থানের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিচিত করতে পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান দেবনানি।

তিনি আরও বলেন, "এই কর্মসূচি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রাজ্যগুলির আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর ধারণা দেবে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়কে আরও জোরদার করবে।" উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ৪০টি কমনওয়েলথ দেশের ১২০ সদস্যের একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল দুই দিনের সফরে জয়পুরে এসেছিল।

'ট্রিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন বনাম কম মজুরি' বিজেপিকে নিশানা অখিলেশ যাদব-এর

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি বানানোর দাবিকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। নয়ডায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কম থাকার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি সরকারের দাবির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার' মডেলের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলা হলেও, বাস্তবে শ্রমিকদের অবস্থা ভিন্ন ছবি তুলে ধরছে।

অখিলেশ যাদবের প্রশ্ন, উত্তরপ্রদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার কথা বলা হচ্ছে, অথচ নয়ডায় ন্যূনতম মজুরি দেশের মধ্যে অন্যতম কমএক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে? তিনি আরও অভিযোগ করেন, উন্নয়ন ও বিনিয়োগের দাবি সত্ত্বেও শ্রমিকদের মজুরি কেন বাড়ানো হচ্ছে না। তাঁর কথায়, "কারা আপনাদের আটকে রেখেছে? এর মানে আপনারা বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর সুবিধা করতেই আগ্রহী।"

উল্লেখ্য, কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সরব থেকেছেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান।

এদিকে, শুক্রবার নয়ডার ডিএনডি ফ্লাইওভারের কাছে চলা শ্রমিক বিক্ষোভস্থলে সমাজবাদী পার্টির একটি প্রতিনিধি দল পৌঁছায়। সেখানে কড়া পুলিশ মোতায়েন ছিল।

১০ সদস্যের ওই প্রতিনিধিদলের কয়েকজনকে, যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মাতা প্রসাদ পান্ডে-ও ছিলেন, পুলিশ আটক করে।

পাণ্ডে জানান, শ্রমিকদের উপর হওয়া অন্যায়, শোষণ ও মজুরি বকেয়ার প্রতিবাদে সংহতি জানাতেই তারা সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলে তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয় এবং গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। এই ইস্যুকে ঘিরে বিরোধী দল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে।

ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবকের বাড়িতে আয়কর দফতরের হানা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনয়নের প্রস্তাবক মিরাজ শাহর বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি ও অভিযানে নামল আয়কর দফতর (আই-টি)।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় আয়কর দফতরের একটি দল দক্ষিণ কলকাতার এলগিন রোডে শাহর বাসভবনে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে।

ভবানীপুর কেন্দ্রের বহুভাষিক ও বহুজাতিক চরিত্রকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মনোনয়নে চারজন প্রস্তাবক বেছে নিয়েছিলেন। মিরাজ শাহ ছিলেন গুজরাটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অন্য তিনজন হলেনকলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের স্ত্রী ইসমত হাকিম (মুসলিম সম্প্রদায়), অভিনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিকের স্বামী নিশপাল সিং রানে (পাঞ্জাবি সম্প্রদায়) এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাবলু সিং (বিহারি সম্প্রদায়)।

মিরাজ শাহ ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং এলাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবেও পরিচিত।

সূত্রের খবর, বেআইনি জমি দখল সংক্রান্ত অর্থপাচার মামলার তদন্তে এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। একই মামলায় শুক্রবার সকাল থেকেই দক্ষিণ কলকাতার একাধিক জায়গায় সমান্তরালভাবে অভিযান চালাচ্ছে আয়কর দফতর। এর মধ্যে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান বিধায়ক ও কলকাতা পুরসভার মেম্বার-মেয়র-ইন-কাউন্সিল দেবাশিস কুমারের বাড়ি এবং তাঁর নির্বাচনী কার্যালয়।

একই সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দলও কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। একটি রিয়েল এস্টেট সংস্থার অফিস এবং এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের বাড়িতেও অভিযান চলছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এটি বিজেপির প্রতিহিংসামূলক রাজনীতিরই প্রতিফলন।

হিংসা থেকে বিরত থাকার

● প্রথম পাতার পর
তিনি আরও বলেন, তিপ্রাসাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই লড়াই চলছে এবং আগামীদিনেও এই লড়াই অব্যাহত থাকবে। তবে এই জয়ের পর কোনো ধরনের উত্তেজনা বা বিশৃঙ্খলায় জড়ানো চলবে না বলেও কঠোরভাবে বার্তা দেন তিনি।
প্রদ্যোত স্পষ্টভাবে বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে হিংসা ও মারপিটের খবর সামনে আসছে। যদি সত্যিই মানুষ তাকে ভালোবাসেন, তাহলে সবাইকে এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, জনজাতিরা নিজেদের মধ্যে হিংসায় জড়িয়ে পড়লে ক্ষতি আগামী প্রজন্মের হবে। এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। আগামী প্রজন্মের স্বার্থে কোনো ধরনের হিংসার থেকে বিরত থাকুন।

টিএমপি ২৪, বিজেপি ৪

● প্রথম পাতার পর
(এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের ভবরঞ্জন রিয়াং, ২-মাছমারা আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী মঞ্জু রাণী সরকার, ৩-দশদা-কাঞ্চনপুর আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি দলের শৈলেন্দ্র নাথ, ৪-করমছড়া (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের রতিশ ত্রিপুরা, ৫-ছামনু (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী এসমেল জয় ত্রিপুরা, ৬-মনু-ছৈলেংটা আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের হলিউড চাকমা।
৭-ডেমছড়া-কচুছড়া (এসটি) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের ধীরেন্দ্র দেববর্মা, ৮-গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের ক্ষত্রজয় রিয়াং, ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ি (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের প্রসমিত দেববর্মা, ১০-কুলাই-চাম্পাহাওর (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের রাজেশ্বর দেববর্মা, ১১-মহারাণীপুর-তেলিয়ামুড়া (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের উৎপল দেববর্মা, ১২-রামচন্দ্রঘাট (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের জেমস দেববর্মা, ১৩-সিমনা-তমাকারি (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের রবীন্দ্র দেববর্মা, ১৪-বোধজংনগর-ওয়াকিনগর (এসটি) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের রুনেইল দেববর্মা, ১৫-জিরানীয়া (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের জগদীশ দেববর্মা, ১৬-মান্দাইনগর-পুলিনপুর (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের জিতেন্দ্র দেববর্মা, ১৭-পেকুয়ারজলা-জন্মেজয়নগর (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের গীতা দেববর্মা, ১৮-টাকারজলা-জম্পুইজলা (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের সুরজ দেববর্মা, ১৯-আমতলি-গোলাঘাটি (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের বুদ্ধকুমার দেববর্মা, ২০-কিল্লা-বাগমা (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, ২১-মহারাণী-চেলাগাঙ (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের চন্দ্রকুমার জমাতিয়া, ২২-কাঁঠালিয়া-মির্জা-রাজাপুর (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের ডেভিড
মুড়াসিং, ২৩-অম্পিনগর (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের কমল কলই, ২৪-রাইমাভ্যালি (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ২৫-নতুনবাজার-মালবাসা (এসটি) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের সুজয় উচই, ২৬-বীরচন্দ্রনগর-কলসী (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের কেনারাম রিয়াং, ২৭-পূর্ব মুহুরীপুর-ভুরাতলি (এসটি) আসনে জয়ী হয়েছেন তিপরা মথা দলের দেবজিৎ ত্রিপুরা, ২৮-শিলাছড়ি-মনুবনকুল (এস.টি.) আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি দলের কংজং মগ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপির রাজনৈতিক

● প্রথম পাতার পর ভোটের হার বেড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে, তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির কড়া সমালোচনা করে বলেন, তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণেই এই ফলাফল সামনে এসেছে।

আমবাসায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

● প্রথম পাতার পর দাঁড়াতে প্রশাসন কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুর্বল ও বিপন্ন মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টারই প্রতিফলন এই উদ্যোগ।

উন্নয়ন নয়, আবেগকে পুঁজি ঃ জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর
করছে। সময় সময় বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে এনে স্লোগান তোলা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা কম বলেও মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে গণমুক্তি পরিষদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বর্তমান রাজনীতিতে আবেগ ও অর্থের প্রভাব অনেক সময় বাস্তবভিত্তিক আদর্শ ও কর্মসূচিকে আড়াল করে দেয়। দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো বহি:রাজ্যের এক শ্রমিকের

● প্রথম পাতার পর
হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

াঙ্গন

কাম্বলির শারীরিক অবস্থার অবনতি, সাহায্যের জন্য তৈরি হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপ, যোগ দিলেন সচিন

বিনোদ কাম্বলির শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়েছে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিয়ে যে হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে তাতে যোগ দিলেন সচিন তেন্ডুলকরও। একসময় মুম্বইয়ের ময়দানে দাপিয়ে খেলেছেন দু'জনে। সতীর্থের প্রয়োজনে আরও এক বার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সচিন।

হোয়াটঅ্যাপের গ্রুপে কারা রয়েছেন তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে সচিন সেখানে রয়েছেন এই বিষয়টি নিশ্চিত। এর আগেই কাম্বলির অসুস্থতার সময়ে সাহায্য করেছেন সচিন। কোনও বারই তা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে শোনা যায়নি তাঁকে। এ বারও প্রাক্তন সতীর্থকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি সচিন। কাম্বলির বন্ধু মার্কাস কুটো তেমনটাই জানিয়েছেন এক সাক্ষাৎকারে। কাম্বলির মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তিনি আগের থেকে ভাল অবস্থায় থাকলেও পুরোপুরি সুস্থ নন। এই রোগের চিকিৎসা না হলে ভবিষ্যতে ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে তাঁর। বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছেন মার্কাস। এক প্রতিবেদনে মার্কাস বলেন, "কাম্বলির বন্ধুদের নিয়ে, যাঁদের বেশির ভাগই ক্রিকেটার, একটা হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছি। তাঁরা আর্থিক ভাবে প্রচুর সাহায্য করছেন। কাম্বলির স্মৃতিশক্তি ক্রমশ কমে যাচ্ছে, তবে গত ছ'মাসে খুব একটা অবনতি হয়নি। তিনি অনেক কিছুই মনে রাখতে পারছেন না। কিন্তু কোনও বিষয় যদি তাঁর মাথায় থেকে যায়, সেটা তখন মনে করতে পারেন। না হলে পরিস্থিতি তাঁর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।" তাঁর সংযোজন, "কাম্বলির মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধেছে। এখন তার অস্ত্রোপচার করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি আগে থেকে কোনও সতর্কতা অবলম্বন করেননি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ওঁর ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে কাম্বলি যতটা সম্ভব লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।"কাম্বলির শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গে বিখ্যাত নিউরোসার্জন আদিল চাগলা বলেন, "পরবর্তী ধাপ হতে পারে ব্রেন স্ট্রোক। কাম্বলি মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু মাঝেমধ্যে পথচারীদের কাছে ধূমপানের জন্য সাহায্য চান। তিনি অটোচালকদের কাছ থেকে সিগারেট চান, আর তাঁরাও 'বিনোদ কাম্বলি'-কে সাহায্য করছেন ভেবে আনন্দে দিয়ে দেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না, এর ফলে কাম্বলির কী মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। ওঁর শরীরের ক্ষতি এখন আর হৃৎপিণ্ড, লিভার বা কিডনিতে আটকে নেই। ক্ষতিটা হচ্ছে মস্তিষ্কে। এর ফলে তাঁর শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।"ভারতের হয়ে ন'বছর ক্রিকেট খেলেছেন কাম্বলি। ১৭টি টেস্টে ১০৮৪ ও ১০৪টি এক দিনের ম্যাচে ২৪৭৭ রান করেছেন তিনি। টেস্টে চারটি ও এক দিনের ক্রিকেটে দু'টি শতরান রয়েছে তাঁর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১২৯টি ম্যাচে ৯৯৬৫ রান রয়েছে এই বাঁহাতি ব্যাটারের। ৩৫টি শতরান করেছেন তিনি। মার্কাস এবং কাম্বলি একসঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন। একসময় আম্পায়ারিংও করেছেন মার্কাস। একসময় ভারতের সবচেয়ে প্রতিভাবান ক্রিকেটার বলা হত কাম্বলিকে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন ক্রমশ ক্রিকেট থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত জীবনেও বার বার বিতর্কে জড়িয়েছেন কাম্বলি।

যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে মধ্যপ্রাচ্য, তবু বিশ্বকাপে ইরান ? চাঞ্চল্যকর দাবি ফিফা সভাপতির

আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে ইরানের ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত আসন্ন বিশ্বকাপে ইরান অংশ নেবে। নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতেই বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে দেশটি। ফিফা সভাপতির মতে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, বিশ্বকাপে তাদের অবশ্যই খেলা উচিত।

এক সাক্ষাৎকারে ফিফা সভাপতি বলেন, "ইরান অবশ্যই বিশ্বকাপে অংশ নিতে আসবে। আশা করা যায়, পরিস্থিতি শান্ত থাকবে, যাতে ইরান স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারে।"ইনফান্তিনো আরও বলেন, "ইরানকে অবশ্যই খেলতে আসতে হবে। কারণ ওরা যোগ্যতার ভিত্তিতেই বিশ্বকাপের টিকিট অর্জন করেছে। ইরানের ফুটবলাররা শুধু খেলোয়াড় নন, তাঁরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই তারা বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করতে আগ্রহী এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।"

এই মুহূর্তে আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চললেও উত্তেজনার পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। ফলে ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। ইরান সরকার এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেও, আগামী কয়েক দিনে পরিস্থিতি শান্ত হলে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের পাশে রয়েছে এএফসি-ও। যদিও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে ইরানকে সর্বোচ্চ সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন ফিফা সভাপতি।

গত মাসেই শোনা গিয়েছিল, আমেরিকার মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে চায় না ইরান। নিজেদের সমস্ত ম্যাচ মেক্সিকোতে সরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে ইরানের ফুটবল ফেডারেশন। সেই গুঞ্জনেই সিলমোহর দেন ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মেহদি তাজ। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "বিশ্বকাপ বয়কটের কথা মোটেই ভাবছে না ইরান। জোর কদমে চলছে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বয়কট করব, বিশ্বকাপকে নয়।" তবে ফিফা সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, সপ্তাহ দুই আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে লিখেছিলেন, 'ইরান প্লেয়ারদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বলছি, এই সময়ে বিশ্বকাপ খেলতে আসা ঠিক হবে না ওদের পক্ষে।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ম্যাচ গড়াপেটা ? আইসিসির নজরে রানার্স নিউ জিল্যান্ডের ম্যাচ, তদন্তে দুর্নীতি দমন শাখা

গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ম্যাচ গড়াপেটা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) নজরে গ্রুপ পর্বের একটি ম্যাচ। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে আইসিসির অ্যান্টি কোরাপশন ইউনিট বা দুর্নীতি দমন শাখা।

ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের রানার্স নিউ জিল্যান্ডের গ্রুপ পর্বের একটি ম্যাচ ঘিরে। কানাডা-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচের স্বচ্ছতা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। একটি ক্রিকেট সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউ জিল্যান্ডের ইনিংসের পঞ্চম ওভার নিয়ে সন্দেহ। সম্প্রতি একটি তথ্যচিত্রে ম্যাচ গড়াপেটার দাবি করা হয়েছে। অভিযোগের মূল তির কানাডার দিকে।

কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের তদন্তমূলক অনুষ্ঠান 'দ্য ফিফথ এস্টেট' সম্প্রচারিত তথ্যচিত্র 'কোরাপশন, ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিকেট' ঘিরে তৈরি হয়েছে ম্যাচ গড়াপেটার আশঙ্কা। তথ্যচিত্রটিতে কানাডা ক্রিকেট বোর্ডের অভ্যন্তরীণ কলহ, দল নির্বাচনে অস্বচ্ছতার কথা বলা হয়েছে। তথ্যচিত্রে ম্যাচ সংক্রান্ত কিছু সন্দেহজনক কার্যকলাপের অভিযোগও রয়েছে। বিতর্ক আরও বাড়িয়েছে একটি পুরনো টেলিফোন রেকর্ডিং। তাতে কানাডার প্রাক্তন কোচ খুররম চৌহান দাবি করেছেন, কানাডার বোর্ড কর্তারা কয়েক জন ক্রিকেটারকে দলে রাখার জন্য চাপ তৈরি করে।

কিউয়িদের পঞ্চম ওভারে বোলার ছিলেন কানাডার অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়া। ওই ওভারে তিনি 'নো' বল করেন। লেগ স্টাম্পের বাইরে বল করে দু'টি 'ওয়াইড' দেন। বাজওয়ার ওই ওভারে নিউ জিল্যান্ড ১৫ রান তুলেছিল। বাজওয়ার আগে বল করতে আসা কানাডার দুই বোলার জসকরণ সিংহ এবং ডিলন হেলিগারও প্রচুর রান দিয়েছিলেন। তাঁদের ২ ওভারে উঠেছিল ৩৫ রান। যদিও সাদ বিন জাফর একটি ওভারে কোনও রান দেননি। একটি উইকেটও নেন সেই ওভারে। হেলিগারও তাঁর দ্বিতীয় ওভারে ৫ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছিলেন।

আইসিসির দুর্নীতি দমন শাখা তদন্ত শুরু করলেও সরকারি ভাবে এই বিষয়ে মুখ খোলেনি। অভিযোগ প্রমাণ হলে কানাডার কঠোর শাস্তি হতে পারে। কানাডা ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনায় অস্বচ্ছতা, দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। সংস্থার প্রাক্তন সিইও সলমন খানের বিরুদ্ধেও নানা গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। আর এক প্রাক্তন কোচ পুবুদু দসনায়েকও অভিযোগ করেছিলেন, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কয়েক জন ক্রিকেটারকে দলে রাখার জন্য চাপ দেওয়া হয়। নির্দেশ মতো দল নির্বাচন না করলে তাঁর চুক্তি বাতিল করার হুমকি দেন বোর্ড কর্তাদের একাংশ।

গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ছিল ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় সূর্যকুমার যাদবের দল। প্রথম আয়োজক দেশ হিসাবে এবং প্রথম দেশ হিসাবে টানা দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত।

২৯ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটে জয়, পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে, তবু দলের চার জনকে নিয়ে খুশি নন কোহলি

বুধবার লখনউকে হারিয়ে আইপিএলের চতুর্থ ম্যাচ জিতেছে বেঙ্গালুরু। ১৪৭ রান তাড়া করতে নেমে ২৯ বল বাকি থাকতেই জিতেছে তারা। তবে পর পর কয়েকটি উইকেট হারিয়ে এক সময় চাপে পড়েছিল বেঙ্গালুরু। সেই বিষয়টি একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না বিরাট কোহলির। ম্যাচের পর সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সতীর্থদের সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

রান তাড়া করতে নেমে বৃহস্পতিবার ৪৯ রানে ফিরে যান কোহলি। তার পর আরও দু'টি উইকেট পড়ে বেঙ্গালুরুর। ৬৬/১ থেকে তারা একসময় ১২২/৫ হয়ে যায়। বিপক্ষকে ম্যাচে ফিরে আসার সুযোগ করে দেয়। কোহলির মতে, ভবিষ্যতে এমন হলে মোটেই চলবে না। কারও নাম না করলেও বোঝাই যাচ্ছে কোহলির ইঙ্গিত চার ব্যাটার ফিল সল্ট (৭), দেবদত্ত পড়িক্কল (১০), রজত পাটীদার (২৭) এবং জীতেশ শর্মার (২৩) দিকে।

ম্যাচের পর বেঙ্গালুরুর পোস্ট করা একটি ভিডিয়োয় তিনি বলেছেন, "ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাটিং বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে পারি, আমার মতে দু'-তিনটে উইকেট হারিয়েই রানটা তুলে ফেলা উচিত ছিল। ব্যাটিংয়ে ধস দেখতে কখনওই পছন্দ করি না। তবে যা-ই হোক, সকলে ভাল খেলেছো।"

কোহলি আলাদা করে প্রশংসা করেছেন রোমারিয়ো শেফার্ডের, যিনি শেষ দিকে নেমে আট বলে অপরাজিত ১৪ রানের ইনিংস খেলে যান। কথা বলেছেন ক্রুণাল পাণ্ড্যকে নিয়েও। কোহলির কথায়, "শেফার্ড ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ম্যাচটা শেষ করে এসেছে দেখে ভাল লাগছে। কেপি (ক্রুণাল) একমাত্র ব্যাটার যে এখনও ব্যাট করার সুযোগ সে ভাবে পায়নি। বাকিরা সকলেই মোটামুটি ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছে। আশা করি পরের বার উচ্ছ্বাস করতে পারবে। প্রত্যেকে পেশাদারের মতো খেলছে। এ ভাবেই এগিয়ে যাব আমরা।"মাঠের লড়াইয়ে জিতেছে বেঙ্গালুরু। এ বার মাঠের বাইরে চেন্নাইয়ের সঙ্গে অন্য 'যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়ল তারা। তাদের দলের ক্রিকেটারদের অপমান করা হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে বোর্ডে অভিযোগ জানিয়েছে চেন্নাই। একটি গানের অপব্যবহার করে এবং 'ডিজে'র বিভিন্ন মন্তব্যের মাধ্যমে চেন্নাইয়ের ক্রিকেটারদের অপমান করা হয়েছে বলে দাবি।

চেন্নাইয়ের দাবি, তাদের ইনিংস শুরুর আগে, 'দোসা, ইডলি, সম্বর' নামে যে বিখ্যাত তামিল গানটি রয়েছে, তা ব্যবহার করেছেন বেঙ্গালুরুর ডিজে। সেই সঙ্গে আপত্তিকর মন্তব্যও করা হয়েছে। বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "আমরা অভিযোগ পেয়েছি। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"চেন্নাইয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাশী বিশ্বনাথন 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে বলেছেন, "ডিজেদের কাজ হল নিজেদের দলকে সমর্থন করা। কিন্তু চিন্নাস্বামীতে অন্য জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম আমরা। আমাদের দলের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে। সেটা উল্লেখ করেই আমরা বোর্ডকে চিঠি দিয়েছি।"গণ আপ্পুর গাওয়া এই গান তামিলদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। চেন্নাইয়ের নিজেদের মাঠে ম্যাচ থাকলে প্রায়শই এই গান ব্যবহার করা হয়। বেঙ্গালুরু ম্যাচ থাকলে তা আরও বৃদ্ধি পায়। গত বছর বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটার জিতেশ শর্মার গান গাওয়ার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছিল। তা নিয়ে মশকরা করেছিলেন চেন্নাই সমর্থকেরা। তখন চেন্নাই দলের পক্ষ থেকে সাফ বলে দেওয়া হয়েছিল, বিপক্ষের ক্রিকেটার এবং সমর্থকদের নিয়ে যেন কোনও রকম মজা না করা হয়।কাশী বলেছেন, "ওই ঘটনার পর আর এমন কিছু ঘটেনি। ডিজে কোনও ভাবেই বিপক্ষের ক্রিকেটারদের নিয়ে মন্তব্য করতে পারে না। আমাদের সমর্থকদের আঘাত লাগা স্বাভাবিক। ডিজেদের কাজ কোনও ভাবেই আমাদের সমর্থকদের আঘাত দেওয়া নয়।"

কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত কসমোপলিটনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। হারিয়েছে চলমান সংঘ কে ২১ রানের ব্যবধানে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে কসমোপলিটন ক্লাব মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ভাইটাল ম্যাচে এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে কসমোপলিটন ক্লাব ও চলমান সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে কসমোপলিটন ক্লাব ৫ উইকেট হারিয়ে ২২১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে লক্ষ্য কুমারের ১০১ রান এবং তন্ময় দাসের ৬৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্য কুমার ৪৪ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০১ রান পায়। তন্ময় ৬৫ রানে পেয়েছে ৩৪ বল খেলে থার্টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে। চলমান সংঘের অজিত বার্মা ৪৬ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে চলমান সংঘ সর্বতো চেষ্টা করেও ১৮ ওভার ৫ বল খেলে ২০০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অজিত বার্মা দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে ৫১ বলে সাতটি বাউন্ডারি ও ১১ টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৩ সংগ্রহ করলেও অন্যরা তেমন সঙ্গ দিতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা হয়নি। কসমোপলিটনের ধানবীর সিং দুর্দান্ত বোলিং দাপটে ২০ রানের বিনিময়ে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অর্কজিৎ রায় পেয়েছে দুটি উইকেট ৪৭ রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে লক্ষ্য কুমার পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বিসিসি-কে হারিয়ে টানা ৫মে জয় ছিনিয়ে কো: ফাইনালে খেলা নিশ্চিত ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একটানা পঞ্চম জয়। দুর্দান্তভাবে এই জয়ের সারণীতে থেকে ব্লাড মাউথ ক্লাব যথারীতি মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি আসরে গ্রুপ লিগ পর্যায়ে এখন পর্যন্ত টানা পঞ্চম জয় ছিনিয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আজ শুক্রবার পঞ্চম জয় পেয়েছে প্রতিপক্ষ বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবকে ৮৫ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে উদিয়ান বোসের ৪০ রান, বাৎসাল সিংয়ের ৩০ রান এবং আনন্দ ভৌমিকের ২৫ রান উল্লেখ করার মতো। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের তনয় মন্ডল ৩৭ রানে চারটি এবং অর্কজিৎ সাহা ২৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের ব্যাটার্সরা ১৮ ওভার ৪ বল খেলে একানব্বই রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে তনয় মণ্ডলের ১৭ রান এবং সন্দীপন দাসের অপরাজিত ১৭ রান উল্লেখ করার মতো। ব্লাড মাউসের বাৎসাল সিং ১১ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট পেয়েছে।জ্ঞ ব্যাটে বলে দারুন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বাৎসাল সিং পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ব্যাংককে ভারতের জয়ধ্বজা : ওয়ার্ল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে স্বর্ণপদক ত্রিপুরার আশিস কর-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ফের একবার সাফল্যের শিখর স্পর্শ করল ত্রিপুরা। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আয়োজিত 'ওয়ার্ল মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'-এ ৫০০০ মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জয় করেছেন রাজ্যের কৃতি অ্যাথলেট আশিস কর। প্রতিযোগিতার শুরুতেই তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে রাজ্যের ক্রীড়ামহলে। আজ, শুক্রবার থেকে ব্যাংককে শুরু হয়েছে এই মেগা টুর্নামেন্ট। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ত্রিপুরা থেকে চারজন অভিজ্ঞ অ্যাথলেট প্রিয় লাল সাহা, আশিস কর, নারায়ণ ঘোষ এবং মালু মিয়া থাইল্যান্ড পাড়ি দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, রওনা হওয়ার আগে মঙ্গলবার "প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়"-এর "মাস্টার্স স্পোর্টস উইং"-এর পক্ষ থেকে তাঁদের এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছিল।আশিস করের এই সাফল্য অবশ্য আকস্মিক নয়। এই দলের সদস্যদের ট্র্যাক রেকর্ড অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই অ্যাথলেটরা এর আগে ফিলিপিনস এবং নেপালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপেও পদক জয় করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি সম্বল করেই ব্যাংককের ট্র্যাকে নেমেছিলেন আশিস কর। ৫০০০ মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় বাকি প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে তিনি স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন।'রাজ্যের অভিজ্ঞ অ্যাথলেটদের এই আন্তর্জাতিক সাফল্য নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য এক বড় অনুপ্রেরণা। আশিস করের এই স্বর্ণপদক জয় প্রমাণ করে যে বয়স কেবল একটি সংখ্যা মাত্র।'আশিস করের সোনা জয়ের পর এখন রাজ্যের নজর বাকি তিন অ্যাথলেট প্রিয় লাল সাহা, নারায়ণ ঘোষ এবং মালু মিয়ার দিকে। ২১ এপ্রিল পর্যন্ত চলা এই প্রতিযোগিতার অন্যান্য ইভেন্টেও ত্রিপুরার ঝুলিতে আরও পদক আসবে বলে আশাবাদী রাজ্যের ক্রীড়া সংগঠকরা।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ইউ: বি এস টি-কে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ মৌচাকের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মৌচাক ক্লাব। এবারের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি গ্রুপ লিগ আসরে পঞ্চম ম্যাচের মাথায় মৌচাক ক্লাব আজ ৬৭ রানের বড় ব্যবধান ইউনাইটেড বিএসটিকে পরাজিত করেছে। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড বিএসটি-এর পক্ষে এটি টানা চতুর্থ পরাজয়। মৌচাকের পক্ষে মূল পর্ব অধরা হলেও গ্রুপ লীগ পর্যায়ে একটি জয়ের স্বাদ নিজেদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে আজ ম্যাচ শুরুতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। নির্ধারিত ২০ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে কিষাণ মুড়াসিংয়ের ৯৯ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। কিষান ৪৩ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯৯ রান সংগ্রহ করে রান আউটের শিকার হলে সেঞ্চুরির আফসোসটা থেকে যায়। এছাড়া ওপেনার প্রীতম দাসের অপরাজিত ৬৪ রানও উল্লেখ করার মতো। ধৃতিমান নন্দী পেয়েছে ২৩ রান। ইউনাইটেড বিএসটি-র তন্ময় সরকার জয়দীপ সরকার ও দেবজিৎ দেবনাথ প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ডিএসটি ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩২ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে ঋতুরাজ দেবনাথ দুর্দান্ত অর্ধশতক রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। ঋতুরাজ দেবনাথ ৩০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫০ রান পায়। মৌচাকের সিকান্দর কুমার, অর্কজিৎ দাস, সৌরভ সাহা ও রবি শঙ্কর মুড়া সিং প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে কিষাণ মুরাসিং পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি আসরে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে সংহতি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সংহতি আবারও জয় পেয়েছে। এবার হারিয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে। একটু ঘুরিয়ে যদি বলি, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবছর এ নিয়ে পরপর চারটি ম্যাচে হেরে গ্রুপে একেবারে শেষ অবস্থানে রয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে আজ সকালে ম্যাচ শুরুতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১০৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে মোঃ আল বাহারের ৩৬ রান এবং দেবপ্রসাদ সিংহের ২৩ রান উল্লেখ করার মতো। সংহতি ক্লাবের সায়ন্তন দেব কুড়ি রানে তিনটি এবং অনিরুদ্ধ দাস ১৯ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রোমাঞ্চকর ভাবে অন্তিম ওভারের ঠিক পাঁচ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের রাহুল হোসেন ৪২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি সহযোগে ৪০ রান সংগ্রহ করায় দল জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর সুভাস চক্রবর্তী ১২ রানে তিনটি উইকেট পেলেও অন্যদের বোলিং ব্যর্থতায় এবং টার্গেট তেমন চ্যালেঞ্জিং ছিল না বলে সংহতি জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে সায়ন্তন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। উল্লেখ্য, সংহতি ক্লাব তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছিল বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে ৬৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। পুনরায় আজ জয় পেয়েছে পঞ্চম ম্যাচের মাথায়।

জাতীয় দলে ডাক পাননি গত পাঁচ বছর, অবসর বাংলাদেশের সেই জোরে বোলারের

গত পাঁচ বছর ধরেই বাংলাদেশের কোনও ফরম্যাটের দলে সুযোগ পান না। অপেক্ষা করেও বার বার হতাশ হয়েছেন। অবশেষে অবসর নিলেন সেই জোরে বোলার রুবেল হোসেন। বিরাট কোহলির সঙ্গে ঝামেলা করে বিখ্যাত হওয়া ক্রিকেটার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

২০০৯-এর জানুয়ারিতে বাংলাদেশের হয়ে অভিষেক হয়েছিল রুবেলের। তার পর ১৬ বছর দেশের হয়ে বিভিন্ন ফরম্যাটে ক্রিকেট খেলেছেন। সাম্প্রতিক কালে নির্বাচকদের নজর থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। ২০২১-এর এপ্রিলে শেষ বার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন রুবেল।

এক দিনের ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচে বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসাবে চার উইকেট নিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে ১০৪টি ম্যাচে ১২৯টি উইকেট রয়েছে রুবেলের। সেরা বোলিং ৬/২৬। বাংলাদেশের এক দিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেট তাঁর।

রুবেল লিখেছেন, "আমি পেসার রুবেল হোসেন। আমি বাংলাদেশের হয়ে ২৭টি টেস্ট, ১০৪টি এক দিনের ম্যাচ এবং ২৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছি। জাতীয় দল আমার কাছে আবেগ। কিন্তু এক সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিতেই হয়। তাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাচ্ছি। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাব। পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সাংবাদিক এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ। জীবনের বাকি সময়েও আপনাদের এ রকম সমর্থন আশা করে যাব।"

অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট খেলার সময় একটি ত্রিদেশীয় সিরিজে কোহলির সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল রুবেলের। এক বার তিনি বলেছিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় ত্রিদেশীয় সিরিজের একটা ম্যাচ চলছিল। কোহলি খুব স্লেজিং করছিল। আমাদের ব্যাটারদের অনেক কথা বলছিল। আমরা জানতাম কী ভাবে এর মোকাবিলা করতে হয়। কোহলির সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল আমার। আম্পায়ার এসে মেটান।" এর পর ২০১১ বিশ্বকাপে রুবেল ইচ্ছাকৃত ভাবে কোহলির দিকে বল ছুড়েছিলেন। কোহলিকে উত্তেজিত হয়ে বেশ কিছু কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। ২০১৫ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে কোহলিকে আউট করার পর রুবেলের উচ্ছ্বাস প্রকাশের ধরন নিয়েও বিতর্ক হয়।

শুক্রবার রাজ্যে এসেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠী। শনিবার ভোররাতে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজো দেন তিনি।

শুক্রবার কোনও ধরনের বিজয় মিছিলের অনুমতি দেওয়া হবে না: পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: আজ এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আজ কোনও ধরনের বিজয় মিছিলের অনুমতি দেওয়া হবে না। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক।

তিনি জানান, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গণনা পর্বকে ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখছে প্রশাসন।

পুলিশ সুপারের বক্তব্য, আজ কোনও দল বা প্রার্থীকে বিজয় মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হবে না। সকলকে নিয়ম মেনে চলার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

'আমরা খেলতে চাই'-মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দুই খুদে খেলোয়াড়ের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ এপ্রিল: চড়িলামের দরিদ্র ঘরের দুই খুদে টেবিল টেনিস প্লেয়ার শর্মিষ্ঠা দাস এবং কিশিতা দেবনাথের কাতর আবেদন ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে দিল্লিতে টেবিল টেনিস ন্যাশনাল মিট এই খেলায় যাতে তাদেরকে পাঠানো হয় তার জন্য তারা সংবাদমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন জানিয়েছেন। তারা দিল্লিতে অনুষ্ঠিত টেবিল টেনিসে ন্যাশনালে সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তাদেরকে পাঠায়নি ক্রীড়া দপ্তর। যার ফলে তারা ভীষণভাবে মর্মাহত।

তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছে যাতে করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে ন্যাশনালে খেলতে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। কারণ বিগত দুই বছর ধরে ত্রিপুরা থেকে টেবিল টেনিস প্লেয়ারদের ন্যাশনাল খেলতে বাইরে পাঠানো হচ্ছে না। অথচ ব্যাডমিন্টন খেলোয়ারদের ন্যাশনাল খেলার জন্য প্রতিবছর বাইরে পাঠানো হচ্ছে।

টেবিল টেনিস প্লেয়ারদের সাথে প্রতারণা করে চলেছে রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তর। এই বছর হঠাৎ করে ৯ এপ্রিল তাদেরকে রেলে স্লিপারে টিকেট কাটার জন্য জানানো হয়। কিন্তু তখন রেলে স্লিপারে কোন টিকেট ছিল না। তখন টেবিল টেনিসের কোচ তাদেরকে নির্দেশ দেয় ১০ হাজার টাকা করে জমা দেওয়ার জন্য। খেলা শেষ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসলে পর তারা আবার টাকাটা ফেরত পাবে। কিন্তু দরিদ্র ঘরের এই দুই কন্যা সন্তানের পিতার কাছে কোন টাকা পয়সা নেই।। অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের এই দুই সন্তান। তাদের একজনের বাবা অটো গাড়ি চালায় আরেকজনের বাবা রাজমিস্ত্রি যোগালি কাজ করে। কিন্তু দুটো মেয়েই অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং মেধাবী। ব্যাডমিন্টন খেলোয়ারদের দুই মাস আগে টিকেট কাটার জন্য বলে দেওয়া হয়। কিন্তু টেবিল টেনিস প্লেয়ারদের মাত্র এক সপ্তাহ আগে জানানো হয়। একই যাত্রায় পৃথক ফল কেন জানতে চাইছে এই দুই খুদে খেলোয়াড়? ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তার গাফিলতির কারণেই বিগত দুই বছর ধরে রাজ্যের টেবিল টেনিস প্লেয়াররা ন্যাশনাল খেলতে বহি রাজ্যে যেতে পারছে না বলে অভিযোগ। অনূর্ধ ১৪ টেবিল টেনিস প্লেয়ারদের সঙ্গে রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তর প্রতারণা করে চলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। টেবিল টেনিসে ন্যাশনালে খেলার সুযোগ পেয়েও যেতে না পারায় ভীষণভাবে মর্মাহত এই দুই খুদে খেলোয়াড়। তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন জানিয়েছে যাতে করে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করে। যদি প্রত্যেক বছর ক্রীড়া দপ্তর টেবিল টেনিস খেলোয়ারদের সঙ্গে এরকম করে থাকে তাহলে রাজ্যের উদীয়মান টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা একসময় এই খেলা ছেড়ে দেবে। এই দুই খুদে খেলোয়াড়ের অভিভাবকরাও ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের উপর। দুইবার ন্যাশনালে খেলার সুযোগ পেয়েও তারা বাইরে যেতে পারেনি। যার ফলে এখন থেকে এই দুই খুদে খেলোয়াড়ের অভিভাবকরা তাদেরকে চড়িলাম ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি বিদ্যালয়ের টেবিল টেনিস কোর্টে আর পাঠাবে না বলে জানিয়েছে দুই খুদে টেবিল টেনিস খেলোয়ার শর্মিষ্ঠা দাস এবং কিশিতা দেবনাথ। এখন দেখার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?

এডিসি ফলাফলে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মার

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: এডিসি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্য বৃষকেতু দেববর্মা। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার শুধু "জুমলা" দেয়, কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষের জন্য কোনও কাজ করে না।

তিনি বলেন, রাজ্যের বেকার যুবকদের জন্য সরকারের কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেই। বিশেষ করে এডিসি এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। দেববর্মার দাবি, এডিসি অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ফাইলগুলি কার্যত স্থগিত করে রাখা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিরই জবাব জনগণ এডিসি নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে দিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এদিকে ফলাফল ঘোষণার পরই রাজ্যের পাহাড়ি এলাকায় তিপ্রা মথা সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উল্লাস দেখা যায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ রাস্তায় নেমে বিজয় উদযাপনে সামিল হন। ঢাক-ঢোল, নাচ-গান এবং স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে বিভিন্ন এলাকা, যা এডিসি নির্বাচনে মথা দলের সাফল্যের চিত্রকে স্পষ্ট করে তোলে।

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজে হামলায় উদ্বেগ ভারতের

জাতিসংঘ, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেও রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ও চিনের ভেটো ইস্যুতে নিরপেক্ষ অবস্থান নিল ভারত।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ বলেন, "সব পক্ষকেই সংলাপ, কূটনীতি এবং উত্তেজনা হ্রাসের পথে এগোতে হবে। পাশাপাশি মূল সমস্যাগুলির সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে।"

তিনি আরও জানান, "সমস্ত দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান জানানো অত্যন্ত জরুরি।"

উল্লেখ্য, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা কোনও প্রস্তাবে ভেটো দিলে ১০ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদে এসে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সেই প্রক্রিয়াতেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৭ এপ্রিল বাহরিন উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে ইরান-কে হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু রাশিয়া ও চীন সেই প্রস্তাবে ভেটো দেয়।

এই প্রেক্ষিতে ভারতের বক্তব্যে ভেটো নিয়ে সরাসরি কোনও পক্ষ না নিলেও হরমুজ প্রণালিতে নৌ চলাচলের স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়।

ভারতের তরফে বলা হয়, হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল দেশের জ্বালানি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে মোট জীবাশ্ম জ্বালানির প্রায় ২০ শতাংশ এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়।

"এই সংঘাতে বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতে ভারতীয় নাবিকদের প্রাণহানিও হয়েছে," বলেন পি. হরিশ।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, "বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা, নিরীহ নাবিকদের জীবন বিপন্ন করা বা হরমুজ প্রণালিতে নৌ চলাচল ব্যাহত করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন সম্পূর্ণভাবে মানতে হবে।"

উল্লেখ্য, ইরান-এর উপর ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর থেকেই উত্তেজনা বাড়ে এবং হরমুজ প্রণালিতে একাধিক আক্রমণের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ইরানের বন্দরগুলিতে নৌ অবরোধ জারি করেছেন।

যদিও ভেটো ইস্যুতে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে ভারত, তবে এর আগে ১১ মার্চ বাহরিনের আনা আরেকটি প্রস্তাবে সহ-উপস্থাপক হিসেবে সমর্থন জানিয়ে ইরানের প্রতিবেশী দেশগুলির উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছিল।

রাশিয়ার প্রতিনিধি আনা এম. এভস্টিগনিভা দাবি করেন, প্রস্তাবটি একপাক্ষিক এবং এতে ইজরায়েল ও আমেরিকার ভূমিকা উপেক্ষা করা হয়েছে। অন্যদিকে, চিনের প্রতিনিধি ফু কং বলেন, এই প্রস্তাব অনুমোদন পেলে "অননুমোদিত সামরিক অভিযানের বৈধতা পেয়ে যেত"। গালফ দেশগুলির পক্ষ থেকে কুয়েতের প্রতিনিধি তারেক এম এ এম আলবানাই এই ভেটোর সমালোচনা করে বলেন, এটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য স্পষ্ট হুমকি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল। মার্কিন প্রতিনিধি মাইক ওয়াল্টজ অভিযোগ করেন, "চিন ও রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে ইরানের কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করেছে।"

সোনামুড়ায় ৯-১০ মাস বয়সী শিশুদের হামের টিকা প্রদান কর্মসূচি শুরু

সোনামুড়া, ১৭ এপ্রিল: মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ৯ থেকে ১০ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে যাঁরা এখনও এমআর (মিজলস-রুবেলা) ভ্যাকসিন গ্রহণ করেনি, তাঁদের সনাক্ত করে জরুরি ভিত্তিতে হামের প্রতিষেধক টিকা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এই কর্মসূচির আওতায় সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় বিশেষভাবে টিকাকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় ১৬ জন, বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় ২৫ জন, কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় ২০ জন, নিদয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় ১০ জন এবং ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় ১১৮ জন শিশুকে এই এমআর ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে।

সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. পার্থপ্রতিম দাস জানান, শিশুদের সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এবং হামের সংক্রমণ রোধে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অভিভাবকদের নির্ধারিত সময়ে শিশুদের টিকা দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগে এলাকায় ইতিবাচক সাড়া মিলেছে এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ড জুড়ে বিজেপির বিক্ষোভ

রাঁচি, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং বিদ্যুতের শুল্ক বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুক্রবার ঝাড়খণ্ড জুড়ে বিক্ষোভে নামল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। রাঁচি-সহ বিভিন্ন জেলায় ঝাড়খণ্ড বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম লিমিটেড-এর দফতরের সামনে বিক্ষোভ ও ধর্না কর্মসূচি পালন করা হয়।

দলীয় আহ্বানে জেলা সদরগুলিতে বিজেপি কর্মীরা জড়ো হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন।

রাজধানী রাঁচিতে কুসাই কলোনির ডোরান্ডায় জেবিভিএনএল-এর জেনারেল ম্যানেজারের দফতরের সামনে বিপুল সংখ্যক কর্মী জড়ো হন। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন রাঁচির বিধায়ক সি.পি. সিং এবং হাতিয়ার বিধায়ক ও দলের চিফ হুইপ নবীন জয়স্বাল।

বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে বক্তারা ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং স্মার্ট মিটার বসানোর পর অনিয়মিত বিল বৃদ্ধির অভিযোগ তোলেন।

সি.পি. সিং বলেন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রাঁচির সাধারণ মানুষ দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎহীন অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন, যেখানে প্রভাবশালী মহলের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। তিনি জানান, বিষয়টি বিধানসভায় তোলা হলেও সমস্যার সমাধান না হয়ে উল্টে বিদ্যুতের শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। নবীন জয়স্বাল অভিযোগ করেন, শহর ও গ্রামউভয় এলাকার গ্রাহকরাই সমস্যায় পড়েছেন। পুরনো মিটারের বদলে স্মার্ট মিটার বসানোর পর বিদ্যুতের বিল নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, উল্টে বকেয়া দেখিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

তিনি হুঁশিয়ারি দেন, দাবি না মানা হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

রাজ্য সভাপতি আদিত্য সাহুর নির্দেশে অন্যান্য জেলাতেও স্থানীয় নেতৃত্বের অধীনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। খুঁটিতে নীলকণ্ঠ সিং মুন্ডা ও সুনীতা সিং, গুমলায় সুদর্শন ভগত ও দিনেশ ওরাঁও, লোহারদাগায় প্রবীণ সিং, জামশেদপুরে পূর্ণিমা দাস, পালামুতে অলোক চৌরাসিয়া, গড়োয়ায় সত্যেন্দ্র তিওয়ারি, কোডারমায় ড. নীরা যাদব, ধানবাদে রাজ সিনহা, বোকারোয় দিলীপ বর্মা, জামতাড়ায় রণধীর সিং, দেওঘরে নারায়ণ দাস, গড্ডায় অমিত মণ্ডল, দুমকায় সুনীল সোরেন এবং পাকুড়ে অমৃত পাণ্ডের নেতৃত্বে বিক্ষোভ হয়।

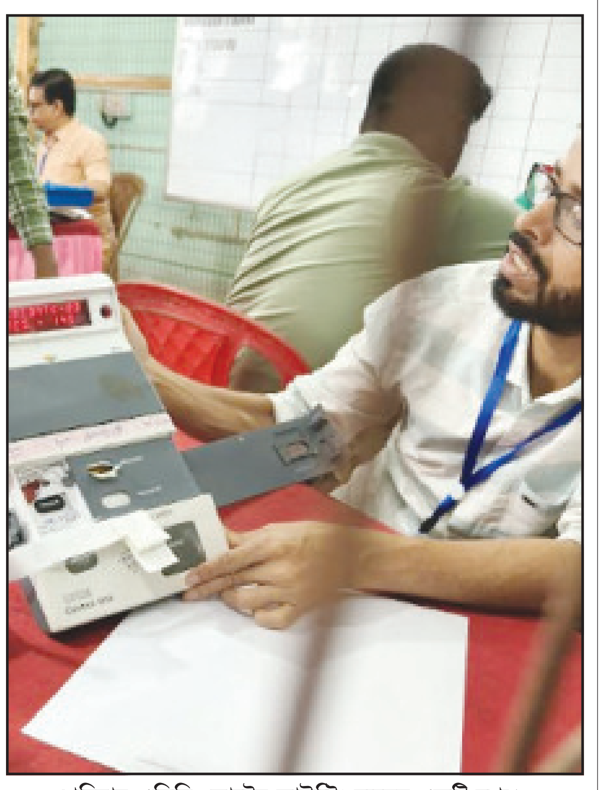

শনিবার এডিসি ভোটের কাউন্টিং রুমের একটি দৃশ্য।

চড়িলামের গর্ব 'পৃথ্বীরাজ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ এপ্রিল: চড়িলামের গর্ব পৃথ্বীরাজ সাহা। সে এই বছর সিবিএসই পরিচালিত ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি চড়িলাম বিদ্যা জ্যোতি স্কুল থেকে৪১২ অর্থাৎ সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। ৮২ শতাংশ নম্বর পেয়েছি চারটি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছে। সে বিজ্ঞান নিয়ে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী পড়ার পর ভবিষ্যতে ডাক্তারি নিয়ে পড়ার স্বপ্ন তার। দৈনিক ৬ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে সে। তার চারজন গৃহশিক্ষক ছিল। তার সাফল্যে গর্বিত তার বাবা প্রদীপ সাহা মা পম্পা সাহা ছোট বোনসহ গোটা চড়িলামের মানুষ। তাদের বাড়ি চড়িলাম পুরান বাড়ি সিপাহীজলা ডিএম এবং এসপি র সরকারি আবাসের কয়েক হাত দূরত্বের মধ্যে। তার বাবা পেশায় একজন ব্যবসায়ী। পৃথ্বী রাজের সাফল্যে গর্বিত গোটা গ্রাম। চড়িলামের মুখ উজ্জ্বল করেছে পৃথ্বীরাজ। তার সাফল্যে গর্বিত গোটা গ্রাম।

পাহাড়ের রায়ে কাঞ্চনপুরে ভাগাভাগি সাফল্য, জম্পুই-দামছড়ায় তিপ্রা মথা, দশদা-কাঞ্চনপুরে বিজেপির জয়

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল : পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার সকাল থেকেই ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনের ২৮টি আসনের ভোট গণনা শুরু হয়। রাজ্যের ১৭টি গণনা কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে গণনার কাজ শুরু হয়।

কাঞ্চনপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয় গণনা কেন্দ্রেও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনা সম্পন্ন হয়। এই কেন্দ্রে মূলত দুটি আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয় ১ নং জম্পুই-দামছড়া এবং ৩ নং দশদা-কাঞ্চনপুর।

ফলাফলে দেখা যায়, দুটি আসনে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাগাভাগি সাফল্য এসেছে। ৩ নং দশদা-কাঞ্চনপুর আসনে জয় ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। দলের প্রার্থী শৈলেন্দ্র নাথ মোট ১৩,২৭৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তিপ্রা মথা প্রার্থী পান ৮,৩২১ ভোট এবং সিপিআই(এম) প্রার্থী পান ৫,২৬৮ ভোট।

অন্যদিকে, ১ নং জম্পুই-দামছড়া আসনে জয়ী হন তিপ্রা মথা প্রার্থী ভবরঞ্জন রিয়াং। তিনি মোট ১২,৬৭০ ভোট লাভ করেন। বিজেপি প্রার্থী পান ৮,৯৮০ ভোট এবং সিপিআই(এম) প্রার্থী পান ৪,৬৭৮ ভোট।

সব মিলিয়ে কাঞ্চনপুর গণনা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন রিটার্নিং অফিসার তথা কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক আশীষ বিশ্বাস।

সিপাহীজলায় দিব্যাঙ্গ সনাক্তকরণ শিবির, ৯০ জনের স্বাস্থ্য মূল্যায়ণ

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে সিপাহীজলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে সম্প্রতি একটি দিব্যাঙ্গজন সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ, স্বাস্থ্য মূল্যায়ণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান।

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. স্নেহাশীষ দত্ত, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নীলাদ্রি দেববর্মা, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. শ্যামরূপ ভট্টাচার্য, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডা. লক্ষণ ভট্টাচার্য সহ জিবিপি ও আইজিএম এবং জেলা মহকুমা হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসকবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের আধিকারিক ডা. নিলয় দাস এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই শিবিরে শিশু সহ মোট ৯০ জনের শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টিহীনতা, শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধকতার মূল্যায়ণ ও সনাক্তকরণ করা হয়। পাশাপাশি, সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বিভিন্ন সামাজিক ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আজমেরে বিজেপি নেতাকে প্রাণনাশের হুমকি, ২ কোটি টাকা চাঁদা দাবি; রোহিত গোদারা গ্যাংয়ের নাম ভাঙিয়ে ফোন

জয়পুর, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থানের আজমেরে এক বিজেপি নেতা ও মদ ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র রাংগওয়ানিকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ২ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ, রোহিত গোদারা গ্যাংয়ের নাম ভাঙিয়ে এই হুমকি দেওয়া হয়েছে, যার সঙ্গে লরেন্স বিষ্ণোই চক্রের যোগ থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ ভগবানগঞ্জ এলাকার একটি সেলুনে চুল কাটাতে গিয়ে রাংগওয়ানি একটি অচেনা নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কল পান। কলটি রিসিভ না করায় পরপর ভয়েস মেসেজ ও কল করা হয়। ওই বার্তায় নিজেদের রাহুল ফতেহপুরিয়া ও বিরেন্দ্র চারণ বলে পরিচয় দিয়ে অভিযুক্তরা ২ কোটি টাকা দাবি করে এবং তা না দিলে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেয়। হুমকির বার্তায় কুচামানের একটি চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়, রাংগওয়ানিরও একই পরিণতি হতে পারে। এতে ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার পর রাংগওয়ানি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আজমেরের হরিভাউ উপাধ্যায় নগর থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এসপি হর্ষবর্ধন আগরওয়াল জানিয়েছেন, ভুক্তভোগীর নিরাপত্তার জন্য একজন সশস্ত্র কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ দল গঠন করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পুলিশ সেলুন, রাংগওয়ানির বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি, সাইবার সেল হোয়াটসঅ্যাপ কলের উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভার্চুয়াল বা আন্তর্জাতিক নম্বর ব্যবহার করে এই কল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও আজমেরে ইউটিউবার দিলরাজ সিং রাওয়াত (মিস্টার ইন্ডিয়ান হ্যাকার) এবং ব্যবসায়ী বিজয় সিং পালাড়াও একই ধরনের হুমকি পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

পুলিশের আশ্বাস, অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এই ঘটনার জেরে আজমেরের ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে।

আইসিপিতে যৌথ রিট্রিট অনুষ্ঠান ১৮ এপ্রিল থেকে বিকাল ৪টায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: আগরতলাস্থিত ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টে (আইসিপি) বিজিবি"র সাথে যৌথ রিট্রিট অনুষ্ঠান ১৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ থেকে বিকাল ৪টার পরিবর্তে ৪টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আগরতলার জিবি চত্বরে 'রাহি' সংস্থার মানবিক উদ্যোগ, প্রতিদিন বিনামূল্যে খাবার পাচ্ছেন প্রায় ৬০০ মানুষ

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল: মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আগরতলার জিবি চত্বরে দুস্থ ও রোগীর পরিবারের জন্য প্রতিদিন বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করছে 'রাহি' নামক একটি সামাজিক সংস্থা। এই উদ্যোগে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যা বহু অসহায় পরিবারের জীবনে স্বস্তি এনে দিচ্ছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় খাবারের জন্য চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই 'রাহি' সংস্থা এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে কেউ অভুক্ত না থাকে।

ভারত—সাইপ্রাস দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা

নিকোসিয়া, ১৭ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারত ও সাইপ্রাসের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার সাইপ্রাসে ভারতের হাই কমিশনার মনীশ দেশটির বিচার ও জনশৃঙ্খলা মন্ত্রী কোস্টাস ফিটাইরিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই বৈঠকে বিচার ও জনশৃঙ্খলা মন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন বিষয়যেমন দুই দেশের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, প্রত্যর্পণ, ফৌজদারি বিষয়, বন্দি বিনিময় এবং ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত কনস্যুলার বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে ভারতীয় হাই কমিশনার সাইপ্রাসের মন্ত্রীকে দুই দেশের সাম্প্রতিক সম্পর্কের অগ্রগতি এবং ২০২৬ সালের মে মাসে সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডুলিদেসের সম্ভাব্য ভারত সফর সম্পর্কে অবহিত করেন।

এর আগে, ৪ এপ্রিল মনীশ নিকোসিয়ার প্রেসিডেন্ট ভবনে সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডুলিদেসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তাঁর আসন্ন ভারত সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

দুই পক্ষ ভারত—সাইপ্রাস যৌথ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও সংযোগ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা করে। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, নবায়নযোগ্য শক্তি, ডিজিটাল রূপান্তর, ফিনটেক ও সামুদ্রিক সহযোগিতা নিয়েও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

এছাড়াও শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আরও জোরদার করার উপর জোর দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত বছরের অক্টোবরে নয়াদিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং সাইপ্রাসের বিদেশমন্ত্রী কনস্টান্টিনোস কম্বোস ভারত---সাইপ্রাস যৌথ কর্মপরিকল্পনা (২০২৫—২০২৯) নিয়ে আলোচনা করেন।

এর আগে ২০২৫ সালের জুন মাসে সাইপ্রাস সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোডুলিদেসকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 18-04-2026, 00:21